চতুর্থ অধ্যায় বাক্যরীতি (Syntax)

মালদহ জেলার উত্তর -পূর্ব অঞ্চলের কথ্য বাংলা উপভাষায় বাক্যরীতি গঠনগত দিক থেকে চলিত বাংলার মতোই।তবে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ঐতিহ্যগত ব্যাকরণের(Tradition Grammar) দৃষ্টিভঙ্গিতে উপভাষার বাক্যরীতির বৈশিষ্ট্য গুলি নিম্নলিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় ।

১.পদসংস্থান

বাংলা ভাষার চলিত রূপের মতোই এই ভাষিক অঞ্চলের কথ্যভাষাতেও পদসংস্থানের রীতিটি হল-কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া । যেমন- স্থানীয় হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে -

ক) মুই ভাত খাম্ । (আমি ভাত খাব)
খ) মুই ভাত খামু । (আমি ভাত খাব)
গ) মুই ভুইঅত জল দ্যাছো । (আমি জমিতে জল দিচ্ছি)
ঘ) হামরা জল আনবা জাছি । (আমি/ আমরা জল আনতে যাচ্ছি)
ঙ) তোমরা গাও ধুচেন বো । (তুমি / তোমরা স্নান করেছো)
চ) হামরা মাছ মারবা জাছি । (আমরা / আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি)
ছ) অরা ধান গারবা গিছ্যা । (ওরা ধান লাগাতে গেছে)

অভিবাসিত ভাষাগোষ্ঠীর কথ্যভাষায় --

ক) আমি হাল বাইবার নিইছি । (আমি হাল বাইছি)
খ) পোলায় ভাত খাইবো । (ছেলে ভাত খাবে)
গ) গুড়াগাড়া খালি বল খ্যালায় । (ছেলে পেলে শুধু বল খেলে)
ঘ) মুই ছারকেল চালাই । (আমি সাইকেল চালাই)
ঙ) আমি অহন গরু নইয়া মাডে জামু । (আমি এখন গরু নিয়ে মাঠে যাবো)
চ) আমি তোমারে জল দিমুনা । (আমি তোমাকে জল দেবনা ।)
ছ) আপনে আমারে আষ্ট ট্যাহা দিবেন । (আপনি আমাকে আট টাকা দিবেন)

আবার কিছু ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায় । যেমন- কর্ম + ক্রিয়া +কর্তা । স্থানীয় কথ্যভাষার ক্ষেত্রে

ক) জল আনবা জাছিগে হামরা । (জল আনতে যাচ্ছি গো আমরা)
খ) টাকা দিবা চাহিচিনু মুহ । (টাকা দিতে চেয়ে ছিলাম আমিও)
গ) গরু গুলাক গাও ধোয়ে দিছু মুই । (গরু গুলোকে আমি ধুয়ে দিয়েছি)

অভিবাসিত কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে -

ক) জল খাইবো গরুতে । (গরু জল খাবে)
খ) তোমারে কইছিলামনা আমি । (তোমাকে বলে ছিলামনা আমি)
গ) ডিমির চপ খাতি চাই ছিলাম আমি । (আমি ডিমের চপ খেতে চেয়েছিলাম)
ঘ) ব্যাবাক ধান নিয়া হ্যালাইসি আমি । (সমস্ত ধান আমি নিয়ে ফেলেছি)
ঙ) মাইদান খাইবা তুমি । (তুমি মুড়ি খাবে)

১.১ কর্তৃবাচ্যে

ভাষিক অঞ্চলের বাংলা কথ্যভাষায় কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য , বিশেষণ ,ক্রিয়া - বিশেষ্য কর্তৃপদ রূপে প্রথমে বসে এবং কর্ম ও ক্রিয়া এর ক্রমানুযায়ী বসে । এ অঞ্চলের স্থানীয় বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর হিন্দু ও মুসলিম এবং অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর কথ্য বাংলায় কর্তৃবাচ্যের গঠন রীতির মোটামুটি মিল রয়েছে।

১.১.১ কর্তৃপদ বিশেষ্য

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কথ্যবাংলায়-

ক) মুই ভুইয়ৎ জাছো । (আমি জমিতে জাচ্ছি)
খ) চ্যাংরাটা ঢেদ্দিন হোলি চলে গিছ্যে । (ছেলেটা অনেক দিন হল চলে গিয়েছে)
গ) বল গুলা ছানি খাচে । (গরু গুলো খড় খাচ্ছে)
ঘ) কুকুরটা কামরাইছে বো ? (কুকুরটা কি কামর দিয়েছে)
ঙ) অরা বিদাশ গিচে । (ওরা বাইরে কাজ করতে গেছে)
চ) আড়াটা শয় দিলি হুড়া । (ষাঁড়টি গুতো দিল)
ছ) ছোড়িটা ভালয় গাহোন করছে ।(ময়েটি ভালই গান করছে)
জ) হামরা কাম কোরবা পামঅনা বো । (আমরা / আমি কাজ করতে পারবনা)
ঝ) মানুষটা হাইরে খাল্যে আগ দ্যাখাছিল হামাক । (লোকটি আমাদের ভীষণ রাগ দেখছিল)

অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় -

ক) বুড়গা অহোনে মাচ দরে । (বুড়ো এখনও মাছ ধরে)
খ) মেয়াডা বালই কাম অরে । (মেয়েটি ভালই কাজ করে)
গ) আমি গাঙে নাইয়া হারসি । (আমি নদীতে স্নান করে নিয়েছি)
ঘ) হে কামলা দিবার নইছে।(সে মজুর খাটছে)
ঙ) আমাগো জমি লাগাই দিসি ।(আমাদের জমি লাগানো হয়ে গেছে)
চ) ছাগলে খাইয়া হ্যালাইসে । (ছাগলে খেয়ে ফেলেছে)
ছ) পাডায় হরেকি ? (বদমাসটা করে কি ?)
জ) মড়াইগা বাড়ি নাই । (মড়াই বাড়ি নেই)
ঝ) তোগে কাম মোডে পসন্দো হয়না । (তোদের কাজ মোটেও পছন্দ হয়না)
ঞ) মুই মাডে জামু । (আমি মাঠে যাব)

১.১.২. কর্তৃপদ বিশেষণ

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) ভালমন্দ কথা কহা নগিবি । (ভালমন্দ কথা বলা লাগবে)
খ) শুবিদা অশুবিদা দেকবা হোবি । (শুবিধা অশুবিধা দেখতে হবে)
গ) চালাকচতুর হোবা হোবি নাতেন হোবিনা । (চালকচতুর হতে হবে তানাহলে হবেনা)
ঘ) কান্দুরাটাক দেকবায় মনায়না । (ছিঁচকাদুনেটাকে দেখতেই ইচ্ছে করেনা)

ঙ) কুড়িয়াটা কাম করবি না খালে বসে থাকবি । (কুড়েটা কাজ করবে না শুধু বসে থাকবে)
চ) এলা ঢিলা মানুষের কাম নোহয় । (এগুলো ঢিলে লোকের কাজ নয়)
ছ) আভুশিটার কাম ক্যাহো ভালো কোহিবিনা। (বুদ্ধিহীন মেয়েটির কাজ কেউ ভাল বলবেনা)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) কুইড়ার কাম করা বালানা । (কুড়ে ভাল কাজ করতে পারেনা)
খ) কিপ্টায় দিবো ট্যাহা ? (কৃপণ লোকটি কি আর টাকা দিবে ?)
গ) হয়তানে হয়তানি করবোই । (যে শয়তান সে শয়তানি করবেই)
ঘ) কাইষ্ঠামি করলে চলবোনা । (ঝামেলা করলে চলবেনা)
ঙ) কাইলা গরু ধান খাইতাসে । (কালো গরুটি ধান খাচ্ছে)
চ) জুয়ানে পারেনা তার বুইড়ার কামে । (যুবকটি পারছেনা তা বুড়ো কি করে পারবে)
ছ) ঢ্যামনা খায় আর শুমায় । (বদ লোকটি খায় আর ঘুমোয়)
জ) অবোদারে বুদ্দি দ্যায় কেডা ? (নির্বোধটিকে বুদ্ধি দেয় কে ?)

১.১.৩. কর্তৃপদ ক্রিয়া - বিশেষ্য

স্থানীয় কথ্যবাংলার ক্ষেত্রে

ক) নাচন ভালয় দ্যাখালু । (নাচ ভালই দেখালে)
খ) এলা চলন দেখবা মনায়না । (এ রকম চলন দেখতে ইচ্ছে করেনা)
গ) ভোজনে ডেড়া কামে কুড়িআ । (খেতে পটু কাজে কুড়ে)
ঘ) ঠোকন দিবা হোত । (পিটাতে হত)
ঙ) গাওনদার চলি আহিচে । (গানের দল চলে এসেছে)
চ) নিনটা ভালয় হোল । (ঘুমটা ভালই হল)
ছ) কামালি কাম করছে । (কাজ যে করে সে কাজ করছে)
ঝ) কন্দুরী ফের কান্দিবা ধোরছে । (কাঁদুনে আবার কাঁদতে লেগেছে)
ঞ) খওয়া হয়ে গ্যালো (খাওয়া হয়ে গেল)

অভিবাষিত কথ্যভাষার ক্ষেত্রে

ক) খাওন দাওন বালোই হোইলো । (খাওয়া দাওয়া ভালই হল)
খ) খেদান দিয়া আইলাম । (তাড়িয়ে দিয়ে এলাম)
গ) জাওন নাকবো । (যাওয়া লাগবে)
ঘ) খাওন আরম্ব হোইবো । (খাওয়া আরম্ভ হবে)
ঙ) খ্যালোয়ার খ্যালতাছে । (খেলোয়ার খেলছে)
চ) কামলায় কামকরে ।(মজুর কাজ করছে)
ছ) বাজাইনা গেলো কই । (বাজিয়েরা গ্যাল কোথায়)
জ) দ্যাহাই করতে ওইবোনা চুপ কোইরা বোইশা থাহো।(দেখাই করতে হবেনা চুপকরে বশে থাকো)

১.২. কর্মবাচ্যে

এই অঞ্চলের কথ্যবাংলায় কর্মবাচ্যের পদসংস্থান রীতি চলিত বাঙলারই অনুসারী । তবে স্থানীয় কথ্যবাংলার ক্ষেত্রে কর্মপদে 'ক' এবং অভিবাসিত কথ্যবাংলার ক্ষেত্রে কর্মপদে সাধারণত 'রে' বিভক্তির বহুল প্রয়োগলক্ষণীয় । ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক রূপ লক্ষ্যণীয় । এছাড়া স্থানীয় কথ্যবাংলায় কর্মবাচ্যে ' ঠেনা ', 'দ্বারা ' অনুসর্গ ব্যবহৃত হয় ।

যেমন - **স্থানীয় কথ্যভাষার ক্ষেত্রে**

ক) চ্যাংড়াটা মারঅ খালি । (ছেলেটা খুব মার খেল)
খ) তাল গাছটাক কাটবা হোবি । (তাল গাছটাকে কাটতে হবে)
গ) গরুটাক খোয়ারত দেওয়া হোল । (গরুটাকে খোয়ারে দেওয়া হল)
ঘ) না ঘিরলি গাছটা ছাগলের প্যটোৎ জাবি । (না ঘিরলে গাছটা ছাগলের পেটে যাবে)
ঙ) অয় তালে ধরা পরছে । (ও তাহলে ধরা পরেছে)
চ) হাবো তোমার গরু জোড়া বেলে বিক্রি হোবি । (তোমাদের গরু জোড়া বলে বিক্রি হবে)
ছ) শুভ অশুভ আগে দ্যাখা হোক তার পাছে হোবি। (শুভ অশুভ আগে দেখা হোক তারপরহবে)
জ) ব্যাদাম ভাত খাওয়া হোয়ে গিচে বো । (অনেক ভাত খাওয়া হয়ে গেছে)
ঝ) হামাট্ঠেনা ওলা কাম হোবিনা । (আমার দ্বারা ওগুলো কাজ হবেনা)
ঞ) তোমাট্ঠেনা পান গুছে নিবা চাহিচিন । (তোমার দ্বারা পান গুছিয়ে নিতে চেয়েছিলাম)
ট) কাদাটাক ঢুড়ে পাওয়া জায় না । (কস্তেটাকে খুঁজে পাওয়া যায়না)

অভিবাসিত কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে

ক) চোরোডারে দরসে । (চোরটাকে ধরেছে)
খ) তোমারে না জাতি কওয়া অইলো । (তোমাকে না যেতে বলা হল)
গ) ট্যহা পাডাই দ্যাওয়া ওইসে । (টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে)
ঘ) তোমারে আইতে কইলো কেডা । (তোমাকে আসতে বলল কে)
ঙ) আর কিস্যু দ্যাহা গ্যালোনা ব্যাবাক চইলা গ্যালগা। (আর কিচ্ছু দেখা গেলনা সমস্তই চলে গেল) চ) আমার আবার চুপ কইরা থাহা অয়না । (আমার আবার চুপকরে থাকা হয় না)
ছ) তোমাগো নয়া বোউডারে আমার দ্যহা অয় নাই । (তোমাদের নতুন বউটাকে আমার দেখা হয়নি)
জ) তাইলে কতাডা হোনা নাগে । (তাহলে কথাটা শোনা প্রয়োজন)
ঝ) আমার কতা ওইরহমই হোনা যায় । (আমার কথা ওরকমই শোনা যায়)

২ . সর্বনাম পদের ব্যবহার রীতি

চলিত বাংলার ন্যায় এই অঞ্চলের কথ্য ভাষাতেও বিশেষ্য আথবা বিশেষ্য স্থানীয় খণ্ডবাক্য কিংবা বাক্যাংশের পরিবর্তে সর্বনাম পদের ব্যবহার রয়েছে । সর্বনাম পদে পুরুষ ভেদে নানা বৈচিত্র রয়েছে । এই অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্থানীয় ও অভিবাসিত কথ্য বাংলায় ব্যবহৃত সর্বনামে কিছু অমিল লক্ষ্য করা যায় । স্থানীয় কথ্যবাংলায় ব্যবহৃত সর্বনাম মান্য চলিতের থেকে বৈচিত্রপূর্ণ। কিন্তু অভিবাসিত কথ্যবাংলায় ব্যবহৃত সর্বনাম মান্য চলিতের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক যুক্ত ।

স্থানীয় কথ্যবাংলায় উত্তম পুরুষ বাচক সর্বনাম গুলি হল - মুই . মোক , মুহে , হামাক , হামরা, হারা , মোর , হামার , ইত্যাদির ব্যবহার রয়েছে । লক্ষণীয় এখানে চলিত বাংলার 'আমি ' অনুপস্থিত । আবার হামরা , হামাক , হারা , হামার ,- এই সর্বনাম গুলি একবচন এবং বহুবচন উভয়

ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় । ব্যবহারের দিক থেকে এই সর্বনাম গুলি একবচনে ব্যবহৃত হয় সাধারনত সম্মানীয় , স্নেহাস্পদ এবং অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বাক্য বিনিময়ের সময়ে । যেমন -

ক) হাবো জামাই হামার বেটি ক্যামন আছে বো। (হ্যাগো জামাই আমার মেয়ে কেমন আছে)
খ) হাবো ভাগিনা হামার ওঠি জাশ ব্যাড়াবা। (ভাগ্নে আমাদের ওখানে যেয়ো বেড়াতে)
গ) হামরা জামঅনা বো। (আমি যাব না)
ঘ) হামাক বেটির বাত জাবা হোত। (আমাকে মেয়ের বাড়ি যেতে হত)
ঙ) হারা শুনে চলে আহিচ। (আমি শুনে চলে এসেছি)
চ) বাগে আচকা হামরা তোমার বেটিক নিবা আহিচি।(বাবা(শ্বশুর) আজকে আপনার মেয়েকে নিতে এসেছি)
ছ) হামার বেটিটার তকনে মানুশ দ্যাখেন তো বো। (আমার মেয়ের জন্য জামাই দেখবেন কিন্তু)
জ) হামাক তোরা চিনা পাবেন না বো । (আমাকে তুমি চিনতে পারবেনা)

উপরোক্ত সর্বনাম গুলি একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে । আবার একবচনে ব্যবহৃত উত্তম পুরুষ বাচক সর্বনাম গুলি হল -(বাক্যে)

ক) মুই জ্যামন ত্যামন মরদ নহে। (আমি যেমন তেমন পুরুষ নহে)
খ) মোর মোতোন মাগী হয়ে তোর ভাত খাচে । (আমার মতো মহিলা হয়ে তোমার সঙ্গে ঘর করছি)
গ) মুহে অক জব্দ নাগে দিম। (আমিই ওকে উচিত শিক্ষা দেব)
ঘ) মোর কাম মোখে কোরবা হবে। (আমার কাজ আমাকেই করতে হবে)
ঙ) মোর কথা শুনা পাইনা নোহয় ।(আমার কথা শুনতে পাওনা তাইনা)
চ) মোক দেকবা আহিচিল। (আমাকে দেখতে এসেছিল)
ছ) শ্যাশে মোখে জাবা হোল্। (শেষে আমাকে যেতে হল)
জ) মোট্ঠেনা ওলা কাম হোবিনা । (আমার কাছে ওগুলো কাজ হবেনা)

স্থানীয় কথ্যবাংলায় মধ্যম পুরুষ হিসেবে - তুই , তোক , তোর , তোরা , তোখে , তোমরা , তোমার , তোমাক , তোমারে , তোমরায় ইত্যাদি সর্বনাম পদের ব্যবহার রয়েছে । উত্তম পরুষের মতো মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রেও কিছু সর্বনাম উভয় বচনে ব্যবহৃত হয় । যেমন -

ক) তোমরা নাহয় আচকা থাক । (তুমি নাহয় আজকে থাক)
খ) তোমরা কুঠি জাছেন বো । (তোমরা কোথায় যাচ্ছ)
গ) তোরা তো ভালোয় মানুশ বো ! (তুমি তো আচ্ছা মানুষ !)
ঘ) এ বার টেকটাক খেলাৎ তোমাক জিতিবায় হোবি।(এবার কবাডি খেলায় তোমাদেরকে জিততেই হবে)
ঙ) তোমার বেটিটা ঢেটটা হোচে বো । (তোমার মেয়েটি তো বেশ বড় হয়েছে)
চ) তোমরা কোৎদুর পোড়বা জান । (তোমরা কোথায় পড়তে যাও)
ছ) হাবো তোমরা কুঠি চকিরি পাছেন তে । (তুমি কোথায় চাকরি পেয়েছো)
জ) তোরা আর জাবেন না বো । (তুমি আর যাবেনা)

কেবল মাত্র একবচনে ব্যবহৃত মধ্যম পুরুষ বাচক সর্বনাম পদ গুলি হল -

ক) তোক বাফু মুই বুঝাবা পামনা । (তোকে বাপু আমি বোঝাতে পারবোনা)
খ)তুই জতয় কহেক মুই জাবা পামনা । (তুমি যতোই বলো আমি যেতে পারবোনা)
গ) তোরঠেনা কিন্তক আর হাটের পোন্দোরো টাকা পাওয়া জাবি । (তোমার কাছ থেকে কিন্তু গত হাটের পনেরো টাকা পাওয়া যাবে)
ঘ) তোক আর কত কহা জাবি তে । (তোকে আর কতো বলা যাবে)

সম্মানার্থে মধ্যম পুরুষে ' আপনি ' 'আপনার ' ইত্যাদি সর্বনাম পদের ব্যবহার স্থানীয় হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কথ্যভাষায় নেই । তবে সম্মানার্থে ও স্নেহার্থে ' তোমরা ', ' তোরা ' ইত্যাদি সর্বনাম পদ ব্যবহারে ক্রিয়া পদের উত্তর ' এন','ন' বিভক্তি যুক্ত হয় । যেমন -
ক) তোমরা করেন । (আপনি করেন) সম্মানার্থে । এই বাক্যটি আবার স্নেহার্থেও ব্যবহৃত হয় । যেমন - হাগে জাওই তোমরা অ্যাকটা কাম করেন তো বো , অ্যানা শুনে আশেন । (জামাই তুমি একটা কাজ করো , একটু শুনে এসো)
খ) তোরা থাকেন । (সম্মানার্থে - আপনি থাকেন , স্নেহার্থে - তুমি থাক)
এরকম - গ) তোমরা জাবেন বো ? (আপনি যাবেন ?)

প্রথম পুরুষ হিসেবে 'ওই ', ' অয় ', ' অরা ', অক ', ' অর ', ' অমরা ', ' অসমার ', ' অহে ' ইত্যাদি সর্বনাম পদের ব্যবহার রয়েছে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় । ' অরা ' এই সর্বনামটি সম্মানার্থ এবং স্নেহার্থ উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে ।

অপরদিকে অভিবাসবিত জনগোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় ব্যবহৃত সর্বনাম গুলি চলিত বাংলার রূপের মতোই। উত্তম পুরুষ বাচক সর্বনামের রূপ গুলি হল - ' আমি ', ' মুই ', 'মোর ',' আমরা ,' 'আমাদের' ' আমার ', 'আমাগো,' ' আমাগে ', ' মোগো ', ' মোরে ' ইত্যাদি ।

মধ্যম পুরুষের রূপগুলি হল - সাধারণ অর্থে- 'তুই ', 'তোরে ', 'তোক ', 'তোমারে ','তোমরা ', ' তোরা ',' তোমাগো ',' তোমাগে ',' তোগে ',' তোকে 'এবং সম্মানার্থে -' আপনি ', 'আপনে', 'আপনারে ' ' আমনে ', ' আপনাগো ', 'আপনাদের ', ' আপনাদের ' ইত্যাদি ।

প্রথম পুরুষে ব্যবহৃত সর্বনাম গুলি হল - ' ওই ', ' হে ', ' হেডা ', ' সে ', ' অরা ', ' হেরা', 'হেডারা ', ' তারা ', ' ওনারা ', ' ওরা ' ইত্যাদি ।

অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় চলিত বাংলার মতো একবচন ও বহুবচনের রূপ গুলি নির্দিষ্ট আছে ; কিন্তু স্থানীয় কথ্যবাংলায় কিছু ক্ষেত্রে সর্বনামের দ্বারা একবচন বা বহুবচন তা বোঝা দুষ্কর হয়ে যায়। যেমন - হামরা জাম্অ এ বাক্য থেকে ...আমি যাব / আমরা যাব - দুই-ই বোঝায় ।

আবার চলিত বাংলায় সর্বনামের পুরুষ ভেদে ক্রিয়া বিভক্তির যে রূপ তা অভিবাসিত কথ্যবাংলার ক্ষেত্রেও রয়েছে ;কিন্তু স্থানীয় কথ্যবাংলায় তা বিশেষ বৈচিত্র্য পূর্ণ । যেমন -
চলিত বাংলায় ক) আমি করছি ---কর্ + আছ্ + ই ..... 'ই ' বিভক্তি ।
স্থানীয় কথ্যবাংলায় - মুই করছ ------কর্ + আছ্ + অ ..... 'অ' বিভক্তি ।
চলিতে-- -- খ) তুমি করছ ..... ,, + ,, + অ .....'অ' ,, ।
স্থানীয় ---- তুই করছি ..... ,, + ,, + ই ..... 'ই' ,, ।

তবে উত্তম ও মধ্যম পুরুষে এ বৈচিত্র্য থাকলেও প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে চলিত বাংলার ক্রিয়া বিভক্তিই লক্ষণীয় ।

৩ . বিশেষণ পদের ব্যবহার রীতি

ভাষিক অঞ্চলটির কথ্যবাংলায় বিশেষ্যের বিশেষণ ও ক্রিয়া পদের বিশেষণ সাধারণত বিশেষ্য ও ক্রিয়া পদের পূর্বে বসে । চলিত বাংলার মতো নাম বিশেষণের ব্যবহার স্থানীয় এবং অভিবাসিত উভয় জনগোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় রয়েছে । বিভিন্ন প্রকার বিশেষণের বাক্যে ব্যবহারে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ।

৩. ১. নাম বিশেষণ

বিশেষিত পদের প্রকৃতি , অর্থ ও গঠন অনুসারে নাম পদ বিশেষণের বিভিন্ন বাক্যে প্রয়োগ বৈচিত্র এইভাবে লিপিবদ্ধ করাযায় ।

৩ . ১ . ১ . বিশেষ্যের বিশেষণ

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) নাল ফুল নাগবি । (লাল ফুল লাগবে)
খ) হোলদা কাপড়া নিয়া আহিচি । (হলুদ কাপড় নিয়ে এসেছি)
গ) কাচ্চা বোড় খাবা হয়না । (কাঁচা কুল খেতে হয়না)
ঘ) ক্যাশকুট্টা আমগুপারি গুলা ক্যানেবা খাচে । (কষাটে পেয়ারা গুলো কেনইবা খাচ্ছে)
ঙ) ধ্‌লো ফক্ ফক্ জামা গায়োৎ দিছেন বো । (সাদা ধব্ ধবে জামা গায়ে দিয়েছো)
চ) জীন্দা মানশক ঠকাছি । (জ্যান্ত মানুষকে ঠকাচ্ছো)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) কুইড়্যা মাইনশের কামে হোইবোনা । (কুঁড়ে মানুষের দ্বারা হবেনা)
খ) কৈপদ্দারি মাইনশে এরহম কাম করতে আরেনা।(ধার্মিক মানুষ এরকম কাজ করতে পারেনা)
গ) জ্যাতা মাশ নোইয়া জাও । (জ্যান্ত মাছ নিয়ে যাও)
ঘ) কাওরা পোলাডায় কতা হোনেনা । (তর্কবাজ ছেলেটি কথা শোনেনা)
ঙ) হাচা কতা কইলাম । (সত্য কথা বললাম)
চ) ঢ্যাপা মাইনশে আটপার পারেনা । (মোটা মানুষ হাটতে পারেনা)

৩. ১. ২. গুণ বাচক বিশেষণ

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) নয়া জায়োই টাক দেক্‌বা আহিচিন । (নতুন জামাইকে দেকতে এসেছিলাম)
খ) পুন্না বাড়ি তালে ভাঙ্গি দিছেন । (পুরোনো বাড়ি তাহলে ভেঙে দিয়েছো)
গ) জামাটা শয় চক্ চক্ করছে টি । (জামাটি একেবারে চক্ চক্ করছে গো)
ঘ) ম্যালায় কম্নি কোরনু টি । (অনেক কাজ করলাম)
ঙ) উচ্চা ভুইটাৎ জলে নাগবা চাহে না । (উঁচু জমি টাতে জল লাগতে চায় না)

চ) আকথা কুকথা কহেননা বাফু । (বাজে কথা বোলোনা বাপু)
ছ) বড্ড অ্যাকটা কাঠোল নিয়্যে চল্যে আহিচে । (বড় একটি কাঠাল নিয়ে চলে এসেছে)
জ) হামরা হচি গায়ের মানুশ । (আমরা হচ্ছি গ্রামের মানুষ)
ঝ) ঘাউয়া নাদা প্যানোৎ পাদা চ্যাংড়াটার কি হোলি ত্যা । (ঘেয়ো ছেলেটির কি হল তো)
ঞ) পুইয়া চোখাটার পাকে দেকবায় মনায়না।(ছোটো চোখ ছেলেটির দিকে দেখতে ইচ্ছে করেনা)
ট) ভোট বাংড়ি চেংড়িটার বিহা ঠিক হোইছে। (বেটে মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়েছে)
ঠ) কান্দুরা চেংড়ি খালি কান্দে। (ছিচঁকাদুনি মেয়েটি শুধু কাঁদে)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) ব্যাবাক কতা কয়া দিসি । (সমস্ত কথা বলে দিয়েছি)
খ) চক্ চইক্যা ট্যাহা দিলাম তোমারে । (চক্ চকে টাকা দিলাম তোমাকে)
গ) ম্যালাডি মানু কাম করবার নইছে । (অনেকগুলি মানুষ কাজ করতে লেগেছে)
ঘ) উসা গাসে ওটপার পারবিনানে । (উঁচু গাছে উঠতে পারবিনা)
ঙ) হুন্দার ঠাহুর দেইকখা আইলাম । (সুন্দর ঠাকুর দেখে এলাম)
চ) হয়তান পোলায় ইস্কুল যাইতে চায়না । (শয়তান ছেলে ইস্কুলে যেতে চায়না)
ছ) কাইলা দ্যাওয়ার ভাও বুঝিনা। (মেঘলা আকাশের ভাব বুঝিনা)
জ) জম্মের তিৎতা ওশৎ খাইতে ভারি কষ্ট । (তিতা ওষুধ খেতে ভীষণ কষ্ট)
ঝ) রাঙ্গা শুক্কুরবার জামু। (আগামী শুক্রবার যাবো)
ঞ) হাচা কতা কইছা। (সত্য কথা বলেছো)
ট) বড় গাস আসলনা , ঝড়ে পইরা গ্যাসেগা । (বড় যে গাছটি ছিল, ঝড়ে পরে গেছে)
ঠ) উশশা নাম্বা মানুশ ভুটের হোমায় আইসিলো । (উঁচু লম্বা মানুষ ভোটের সময় এসেছিল)
ড) নাল নাল ফুল ফুটসে । (লাল লাল ফুল ফুটেছে)
ঢ) কাশ্শা বোড়োই খাইবার নাকসে । (কাঁচা কুল খাচ্ছে)

৩.১.৩. পরিমাণ বাচক বিশেষণ

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) ড্যার শ্যার চাউল দিনে নাগে । (দেড় কেজি চাল দিনে লাগে)
খ) আদবোয়া ত্যাল নিয়ে আহিচু । (আধ পোয়া তেল নিয়ে এসেছি)
গ) তিন কুড়ি ছও টাকা দিয়ে কাপড়াটা নিছু গ্যা । (ছেষট্টি টাকা দিয়ে কাপড়টা নিয়েছি)
ঘ) দোনোঝোনায় কাম করি । (দুই জনে কাজ করি)
ঙ) ঢেট্টা বড্ড হোইচ্যা । (বেশ বড় হয়েছে)
চ) নও বিঘা মাটি তিনঅ ভাইয়ে আবাদ করি । (নয় বিঘা জমি তিন ভাইয়ে আবাদ করি)
ছ) ম্যালাদিনকার কথা কহেচেন বো । (অনেক দিনের কথা বলছো)
জ) তোর অতো কথা মুই শুনতে আশোনি । (তোর এতো কথা আমি শুনতে আসিনি)
ঝ) মোর ছুটু ব্যাটা জুদা হোবা চাহেচে । (আমার ছোট ছেলে পৃথক হতে চাচ্ছে)
ঞ) মাজা ভাইটা কথায় শোনেনা । (মেজো ভাইটি কথাই শুনতে চায়না)
ট)বারোভাতারী মাগীটাক দেকবা মনায়না। (বহু পত্নীক মহিলাটিকে দেখতে ইচ্ছে করেনা)

ঠ) তোর শাতশোতোরো শুনবা আশোনি টাকা দিবু কিনা কহেক । (তোর সাত সতেরো শুনতে আসিনি টাকা দিবি কিনা বল)

ড) দশালি কাম শবাখে আশবা হবে । (দশালি কাজে সবাইকে আসতে হবে)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) আষ্টসের চাউল নইয়া আটে আইসি । (আট সের চাল নিয়ে হাটে এসেছি)

খ) পাশশো ট্যাহা আতে দিমু । (পাঁচশো টাকা হাতে দিয়েছি)

গ) ম্যালাডি মানু আটপার নইছে । (অনেক মানুষ হাটছে)

ঘ) ছয়চল্লিশ মোন ধান পাইসি এইবার । (ছেচল্লিশ মণ ধান পেয়েছি এইবার)

ঙ) তিন আলা ডিম নিয়া আইসি আডে । (তিন হলা >বারোটি ডিম হাটে নিয়ে এসেছি)

চ) শুল টাহা কেজি চেনি । (ষোলো টাকা কেজি চিনি)

ছ) শামাইন্য কতা নয় ভাইবা দ্যহগা জাইয়া । (সামান্য কথা নয় ভেবে দেখো গিয়ে)

জ) ও দ্যাশেৎতা আওয়ার কালে পোনারো ট্যাহা দিত মাশে।(ও দেশ থেকে আসার সময় মাসে পনেরো টাহা দিতো)

ঝ) লাক টাহার জীবন চোলগা গ্যালে কোহানে পাইবা।
(লাখ টাকার জীবন চলে গেলে কোথায় পাবে)

ঞ) তামানডি খ্যার পইচা গ্যাসে । (সমস্ত খড় পচে গেছে)

ট) চাইর জনা মাইনশেও ঘর উডাইবার পারেনা। (চার জন মানুষেও ঘর উঠাতে পারেনা)

৩.১.৪. উপাদান বাচক বিশেষণ

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) বালকা মাটিত পাটা ভাল হয় । (বেলে মাটিতে পাট ভাল হয়)

খ) নাল মাটিয়া সড়ান । (লাল মাটির রাস্তা)

গ)নকখি কালাইয়ের ডাল বোড় দিয়া ভাল নাগে।(ভাতের ফ্যান কুল দিয়ে রন্না করলে ভাল লাগে)

ঘ) দ্যাওয়াইলা বাড়িৎ গরমের শম আরাম নাগে। (মাটির বাড়িতে গরমে আরাম লাগে)

ঙ) পাচ মিশালি ছাতু খাতি ভাল নাগে। (পাঁচ মিশালি ছাতু খেতে ভালো লাগে)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) বাইলা জমি ব্যাচপার চাও নিবো ক্যাডা । (বালুয়ারি জমি বেচতে চাও নিবে কে)

খ) মাইটা পত দিয়া হাইডা জাওয়া নাকবো । (মেটে পথ দিয়ে হেঁটে যেতে হবে)

গ) নারকৈলা নাড়ু আসে খাবা নাকি । (নারকেলে নাড়ু আছে খাবে নাকি)

৩.১.৫. পূরণ বা ক্রমবাচক বিশেষণ

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) হামার মাচকার অ্যাকটায় ব্যাটা । (আমাদের মেজো জনের একটিই ছেলে)

খ) পোন্দোরোয় ফাগুন হামার বেটির বিহা । (পনরই ফল্গুন আমার মেয়ের বিয়ে)

গ) মাশ পহেলা দিনত ধার দিমনা বাফু । (মাশ পয়লা দিনে ধার দিতে পারবোনা বাপু)

ঘ) ছটো চ্যাংড়াটা কুনা বা গিচ্যে । (ছোট ছেলেটি কোথায় যেন গিয়েছে)
ঙ) নমির দিন হাইরে কাজিয়া । (নবমীর দিন ভীষণ ঝগড়া)
চ) পোরথোম বছরকা ধানে পাইনি । (প্রথম বছর ধানই পাইনি)
ছ) মাঝা মামা হাম বাৎ আহিচিল । (মেজো মামা আমাদের বারিতে এসেছিল)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) পয়লা আমি আডে আইসি । (প্রথমে আমি হাটে এসেছি)
খ) পথম দিন আমাক কি ঠহন না ঠহাইলো । (প্রথম দিন আমাকে কি ঠকনোই না ঠকালো)
গ) মাইজা পোলায় বায়রা গ্যাসে । (মেজো ছেলে বাইরে কাজ করতে গেছে)
ঘ) শুলোই আষার পোলার বিয়া । (ষোলোই আষাঢ় ছেলের বিয়ে)
ঙ) হতায়ু মানুশ অহনে কম দ্যাহা যায় । (শতায়ু মানুশ এখন কম দেখা যায়)
চ) পয়লা দিনে কুন বৌ বাবার বাড়ি আইডা যায় ।(পয়লা দিনে কোন বৌ বাবার বাড়ি চলে যায়)
ছ) মেয়াডা অহনে আষ্ট কেলাশে পড়বার নইসে । (মেয়েটি এখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছে)

৩.১.৬. সর্বনাম জাত বিশেষণ

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) কতুলা টাকা দিয়া মাটি কিনিনু । (কতগুলি টাকা দিয়ে জমি কিনলাম)
খ) এলা কুন মানুশ ভাই ,কথা বোঝেনা । (এরা কেমন মানুষ কথা বোঝেনা)
গ) জেলা মানুশ ন্যাখা পড়া জানেনা,শেলা চোক থাকতে কানা ।(যে মানুষ লেখা পড়া জানেনা শে মানুষ গুলি চোখ থাকতে কানা ।)
ঘ) এই মানুশটার কথা মোক আর শুনবায় মনায়না । (এই ব্যক্তিটির কথা আমাকে আর শুনতে ইচ্ছে করেনা)
ঙ) এগলা কথা কহিলেই তো ব্যজার হোয়ে জাবি। (এই গুলি কথা বললেই তো বিরূপ হয়ে যাবে)
চ) এলা আমবাগনের গাচ শয় নাম্ভা নাম্ভা হোবি। (এগুলি টমেটোর গাছ লম্বা লম্বা হবে)
ছ) জেলা পাটা ফ্যালাইচ্যান , ভালো হোবিনা বুজিন। (যে পাট বুনেছো , ভালো হবেনা মনে হয়)
জ) এলা মিশিং দিয়ে ঢেদ্দুর জল দ্যাওয়া জাবি। (এই মেশিন গুলি দিয়ে অনেক দূর জল দেওয়া যাবে)
ঝ) শাত্তপোহাতে কুন মানুশ খাবা চাহে বো। (সাতসকালে কোন মানুশ খেতে চায়)
ঞ) এই কথা শুনে বাফু হামার আগ উঠে গ্যালো। (এই কথা শুনে আমার বাপু রাগ উঠে গেল)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) অ্যাতোডি ভাত আমি খাইতে পারবোনা। (এতো গুলি ভাত আমি খেতে পারবোনা)
খ) কতডি ট্যাহা পাইবা তুমি , ট্যাহার গরম বালা না। (কত টাকা পাবে তুমি , টাকার গরম ভালো নয়)
গ) জেই গুলা হোশশা রোইদে দ্যাওয়া , হেইগুলানের দাম বেশি । (যেগুলি সরষে রোদে দেওয়া সেগুলির দাম বেশী)
ঘ) এরহম মানুশ কুনো কালেই কইলাম দেহিনাই। (এরকম মানুশ কোনো কালেই দেখি নাই)
ঙ) জ্যামন কতা কইবা শেরহমই হোনা জাইবোগা। (যেমন কথা বলবে তেমনই শোনা যাবে)
চ) এই এশন কাডে চেনি দিবার চায়না । (এই রেশন কার্ডে চিনি দিতে চায়না)
ছ) এমুড়ার মাডি উঁচা, জল থাহেনা । (জমির এমাথা উঁচু , জল থাকেনা)

জ) অ্যামন তরো আমি চোহে দেহি নাই । (এরকম মানুষ আমি চোখে দেখিনাই)
ঝ)এপাড়ায় জত্তডি পোলাপান দ্যাকবা বেয়াকটি পাজি। (এ পাড়ায় যত ছেলে দেখবে সবকটিই পাজি)
ঞ) এই গশি গুনা হুগায় নাই। (এই ঘুটে গুলো শুকায় নি)
ট) এই টচ্ ফুটাতি পারলামনা। (এই টর্চ জ্বালাতে পারলামনা)

৩.১.৭. কালবাচক বিশেষণ

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) ঢেদ্দিনের কথা উঠাইচেন বো। (অনেক দিনের কথা তুলেছো তো)
খ)আগিলা জুগের মানুশ বাফু দুত,ঘিউ কত কি খাচেন। (আগের যুগের মানুষ বাপু দুধ,ঘি কত কি খেয়েছো)
গ) বারের পূজা দিবা হয় তালে দোশ কাটে জাবি । (বারের পূজা দিতে হয় তাহলে দোষ কেটে যায়)
ঘ) বাশ্যার আবাদ উঠাবা হোবি নাতেন খাবু কি ? (বর্ষার আবাদ উঠাতে হবে তানা হলে খাবে কি ?)
ঙ) চৈতালি পূজাত আশবা চাহিছে । (চৈতালি পূজায় আসতে চেয়েছে)
চ) আশ্বিনা আম আগের মোতোন পাওয়া জায়না। (আশ্বিনা আম আগের মত পাওয়া যায়না)
ছ) ন্যাংঠা কালের গল্প অ্যাখোন আর মনে থাকে। (ছোটো বেলার গল্প এখন আর মনে থাকে)
জ) পোহাতের বাতাশ শোলত নাগাবাহয়। (প্রভাতের বাতাশ শরীরে লাগাতে হয়)
ঝ) আন্ধারি আতত চোরের ভয়। (অন্ধকার রাত্রে চোরের ভয়)
ঞ) আমাবাশ্যার মরা ভূত ভাই হোবিই অ্যাকখারে। (অমাবশ্যার মৃত্যু ভূত কিন্তু হবেই)
ট) মঙ্গলবারিয়া হাট না কোরলি হোবিনা । (মঙ্গল বারের হাট না করলে হবেনা)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) আগলাকালের মানুশের লগে খাওয়ায় পারবানা। (আগের মানুষের সঙ্গে খেয়ে পারবেনা)
খ) ছোডোকালের কতা কইওনা কতকি কোরশি। (ছোট বেলার কথা বোলোনা কতকি করেছি)
গ) চৈতালি পূজায় জামু কইলাম। (চৈতালি পূজায় যাবো বললাম)
ঘ) রাইতের খাবার খামুনা বালঠ্যাহায়না। (রাতের খাবার খাবোনা ভালো লাগছেনা)
ঙ) চোত্তির পূজার ছাতু খাইবার আইচত। (চৈত্র মাসের পূজার ছাতু খেতে এসেছো)
চ) কাইলকার মাশ আসে হেয়াই রান্দুম । (কালকের মাছ আছে তাইই রাঁধবো)
ছ) আইচকার কতা তুমি কও ,হে কুন কালে খাইসি। (আজকের কথা তুমি বলছো সে কোন কালের কথা)
জ) কুন সময়কার ট্যাহা পাইবা। (কোন সময়ের টাকা পাবে)
ঝ) অহনি ওই রহম তার বুড়গাকালে করবাকি। (এখনই ওরকম তো বুড়ো বয়সে করবে কি)
ঞ) নিশি রাইতের দ্যাহা ভালো কইরা চেনবার পারিনাইকা। (গভীর রাত্রে দেখা ভাল করে চিনতে পারিনি)
ট) কি বারের হাডের কতা কইতাছো । (কি বারের হাটের কথা বলছো)

৩.১.৮.অবস্থাবাচক বিশেষণ

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) মোটকা মানুশটা কুঠিক্যার বো ?(মোটা লোকটি কোথাকার)
খ) হিয়াল বাতাস আহেচে। (ঠাণ্ডা বাতাসা আসছে)
গ) জুয়ান ছুড়িটার চলন দেকবা মনায়না । (যুবতি ময়েটির চলন দেখতে ইচ্ছে করেনা)
ঘ) ব্যাজায় মরদ হয়া গেছি শোজায় । (বেশ মরদ হয়ে গেছো দেখছি)
ঙ) বেহুদ্দা মাগীর আক্কাল হোবিনা । (বদমাশ স্ত্রীলোকটির আক্কেল হবেনা)
চ) নিশা খাওয়া মানশের সতে নাকবা হয়না । (মদ্যপ মানুষের সাথে লাগতে হয়না)
ছ) নাল জবা ফুলের মালা নাকবি । (লাল জবা ফুলের মালা লাগবে)
জ) হোলদা চোক হোলে তো চিন্তায় ভাই । (হলুদ চোখ হলে তো চিন্তারই কথা)
ঝ) ব্যদাম গোহোম পাছিন আরসন । (গত বছর অনেক গম পয়েছিলাম)
ঞ) গিদিনি গিদিনি আলু হোচে । (ছোটো ছোটো আলু হয়েছে)
ট) চ্যাকেন্দা হাড়ির ভাত খাবা হয়না । (দোমরানো মোচরানো হাড়ির ভাত খেতে হয়না)
ঠ) কান্দুরা ছোলপোল নিয়ে পারা জাবিনা দ্যকচো । (কাঁদুনে ছেলেপেলে নিয়ে পারা যাবেনা দেখছি)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) ঢোপা মেয়া বিয়া করুমনা । (মোটা মেয়ে বিয়ে করবোনা)
খ) বাজে কতা কবানা কলাম । (বাজে কথা বলবেনা কিন্তু)
গ) গাডগা মানুশের গাডে গাডে বুদ্দি । (বেটে মানুষের গিটে গিটে বুদ্ধি)
ঘ) আমরা হলাম গিয়া গাইয়া মানুশ । (আমরা হলাম গেয়ো মানুষ)
ঙ) জ্যতা মার্স বাজারে পাওয়া ভারি মুশ্কিল । (জীবিত মাছ বাজারে পাওয়া দুষ্কর)
চ) তোমাগো এইডা শায়েস্তকর জাগা মোডেও না । (তোমাদের এটা স্বাস্থ্যকর জায়গা মোটেও নয়)
ছ) খাড়াইনা পোলাপানরে বশবার কও । (দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে-মেয়েদের বশতে বল)
জ) গরিব মাইনশের কতা হোমায়কালে খাডে । (গরিব মানুষের কথা সময়কালে খাটে)
ঝ) রোগাইটা পোলার লগে মেয়ার বিয়া দিমুনা । (রোগাটে ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দেবনা)
ঞ) তেতালগা ছাওয়াল চোদ্দতালি হবে । (বখাটে ছেলের অনেক নেশা হবে)
ট) ঘুমাইনা পোলারে উডাইওনা । (ঘুমন্ত ছেলেটিকে জাগিওনা)
ঠ) বলদা স্যামরারে নিয়া পারুমনা । (বোকা ছেলেকে নিয়ে পারবোনা)

৩.১.৯. বিশেষণের বিশেষণ

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) ব্যাজাই ভালো মানুশ ছিল বাফু। (বেশ ভালো মানুষ ছিল বাপু)
খ) হামার বুড়া খোপ ভালো বাটার ছিল। (আমাদের বুড়ো বেশ ভালো ঘরের মিস্ত্রী ছিল)
গ) তোমার কঠিন কামের মানুষশ। (তোমাদের প্রধান বেশ কাজের মানুষ)
ঘ) মাটিটা খোপ ভালো পছি । (জমিটা খুব ভালো পেয়েছ)
ঙ) শাকেলটা খোপ পুন্না হোইনি বো। (সাইকেলটা খুব পুরোনো হয়নি)
চ)হ্যাট্টা উচল খিয়ারিয়া ঘাটাত গেছিন বাফু বরজাত্র।(এবরো খেবরোমেঠো পথে বরযাত্রী গিয়েছিলাম)
ছ) ছ্যাচ্চা-মিছা অশের গল্প কোহিনা তো । (সত্য-মিথ্যা রসের গল্প কোরোনা তো)

জ) ভোলভোলিয়া মিস্টি আমগুপারি মোক কটা দেশ তো । (পাকা মিস্টি পেয়ারা আমাকে দিও তো)
ঝ) তকারি গুলা খরো মাহুর । (তরকারি ভীষণ লবনাক্ত)
ঞ) ধানবাড়ি ফাটি ড্যাংড্যাং হয়া গিচ্যে । ধানের জমি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে)
ট) বোড় গুলা আম্বোল চুরুক । (কুল গুলি ভীষণ টক্)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) তুমি তো মহা কুইড়া হয়া গেসো । (তুমি তো মহা কুড়ে হয়ে গেছো)
খ) ভারি হুন্দার কতা কইলা তুমি। (বেশ সুন্দর কথা বললে তো)
গ) ডুহুলা ড্যামনা পোলায় আকাম করসে। (দুষ্ট বজ্জাত ছেলেটি খারাপ কাজ করেছে)
ঘ) তুই ভা রি ড্যালামি করবার নাকচত কিন্তু। (তুই বেশ অবহেলা করছিস কিন্তু)
ঙ) ছিড়া ডাইররাল ডোপ্টা পইড়া কোহান জাও । (ছেঁড়া ময়লা চাদর পরে কোথায় যাও)
চ) ব্যাজাই গাইরা কামলা নাগাইসি। (খুব ঢিলে মজুর লাগিয়েছি)
ছ) ভারি ভ্যাজাইলা পোলা একটা কতা কইলে কতা বোজে না। (ভীষণ ঝামেলাবাজ ছেলে ,কথা বললে কথা বোঝেনা)
জ) তোরে ঠাপদে ক্যালা থুবান কোল , তহন বুজবান ঠ্যালা। (তোকে কিল দিয়ে জব্দ করে রাখবো, তখন মজা বুঝবে)
ঝ) এয়ার নাহান পাহা গাউস্ সা কমি আসে । (এর মত পাকা গেছো কমই আছে)
ঞ) বড় ভালো মানুশ ছেলেন উনি । (বড় ভালো মানুষ ছিলেন উনি)
ট) ভারি বুদ্দিমানের কতা একখান কইসেন আপনে। (বেশ বুদ্ধিমানের একটা কথা বলেছেন আপনি)

৩.১.১০. ধ্বনাত্মক বিশেষণ

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) টিপটিপানি জল হচে । (টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে)
খ) ধোরধোরিয়া কামালি নাহোলি কাম আগাবেনা । (ধড়ফড়ে কর্মি নাহলে কাজ এগোবেনা)
গ) ছোটপোটিয়া গোরু দিয়ে হাল বোহা জায়না । (ছটপটে গোরু দিয়ে হাল বাওয়া যায়না)
ঘ) ছেচ্ছেড়ি হাগা ধোরছে বুড়াটার । (পাতলা পায়খানা হয়েছে বুড়োটার)
ঙ) থেরথেরিয়া নাঠি আতত নিয়া বেড়াত । (থরথরে লাঠি রাত্রে নিয়ে বেড়াতাম)
চ) ধরধরে কাম কাজ গুলা করে ন্যাও । (ধড়ফড়ে কাজ কর্ম গুলো করে নাও)
ছ) ধান ভালো না হওয়ায় ছ্যাচাত-ম্যাচাত করে নবান করম । (ধান ভালো না হওয়ায় কোনো রকমে নবান্ন করে নেব)
জ) ধদ্ধর করে হাটে চলো । (তাড়াতাড়ি হেটে চলো)
ঝ) ফোকফোকিয়ার কথা আর শুনবা মনায়না । (বাচাল লোকটির কথা আর শুনতে ইচ্ছে করেনা)
ঞ) হোই-চোই করেননা বাফু । (হোই-চোই কোরোনা বাপু)
ট) ছড়ছড় করি ছাড়ি পালাতি দিশা পাবুনা তে ফুটানি । (তড়তড় করে ছেড়ে পালাতে হদিশ পাবিনা তো ফুটানি)
ঠ) আম গুলা ভলভল করি পাকি গিছ্যে । (আম গুলো ভালোভাবে পেকে গেছে)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) মোডা মোডা মোইহা গাস কাইডা ঢুহাই ন্যায় । মোটা মোটা মহুয়া গাছ কেটে ঢুকিয়ে ন্যায়)
খ) রংঠং কিস্যু না কোইরাই কফাট টফাট ঝকঝক করবার নাকসে । (রংঠং না করেই কপাট টপাট ঝকমক করছে)
গ) জুরে জুরে মারবার নাকসে । (জোরে জোরে মারতেছে)
ঘ) ঝিরঝিরগা বিষ্টি হইলে কাম করবা ক্যাম্বালে । (ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হলে কাজ করবে কেমন করে)
ঙ) ভ্যাড়াডা ভ্যা ভ্যা কইরা অ্যা কচের ভ্যাবাইতাসে । (ভেড়াটি ভ্যা ভ্যা করে একইভাবে চ্যাচাচ্ছে)
চ) মেয়া আবার আইসা গুদুর মুদুর করবার নাকসে । (মেয়েটি আবার এসে চলাফেরা করছে)
ছ) খচখচ কইরা নাপতায় চুল কাডে । (খচখচ করে নাপিত চুল কাটছে)
জ) কতা কইলে হোনেনা,খালি বকর-বকর করতাছে। (কথা বললে শোনেনা,শুধু বকর-বকর করছে)
ঝ) অগে বাড়ি খডর মডর লাইগ্গাই আসে । (ওদের বাড়ি ঝুট-ঝামেলা লেগেই আছে)
ঞ) আমাগো কুত্তাডা অন্য মানুশ দ্যাকলেই ঘেউ-ঘেউ হরে । (আমাদের কুকুরটি অন্য মানুষ দেখলেই ঘেউ-ঘেউ করে)
ট) মাতাডা বনবন কইরা ঘোরবার নাকসে । (মথাটা বনবন করে ঘুরছে)

৩.২ . ক্রিয়া বিশেষণ

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) অ্যাকঘোরিকার কাম , জাম আর আশিম। (একটু সময়ের কাজ যাবো আর আসবো)
খ) টপকোরি কথা ক , মোর শমাই নিই । (শীঘ্র বল আমার সময় নেই)
গ)ফোকফোকিয়া ছোড়াটাক এলা কথা কহেন না।(বেশি কথা বলা ছেলেটিকে এগুলি কথা বোলোনা)
ঘ) তুই ভাই ব্যাজাই ভোগ-ভোগিয়া,য়্যানা কম কথা ক। (তুই ভাই বেশি বকিস,একটু কম কথা বল)
ঙ) তোরা হাকা-বাকা কাম করেননা বাফু । (তুমি তাড়াতাড়ি করে কাজ কোরোনা বাপু)
চ) অ্যানা ধদ্ধর করি আগিনা শানটো । (একটু তাড়াতাড়ি করে উঠোন ঝাড় দাও)
ছ) হাতাবাতি ধরে কামটা আচকায় শ্যাশ করেন বো। (হাতে-হাতে ধরে কাজটি আজকেই শেষ কোরো বাপু)
জ) হারে ধৎপৎ করি কুঠি জাছি । (হ্যারে তাড়াতাড়ি করে কোথায় চললি)
ঝ) টপকরি খায়ানি । (তাড়াতাড়ি খেয়েনে)
ঞ) দিরদিরিয়া ব্যাড়াননা কহেচো । (উৎপাৎ করে বেড়িওনা বললাম)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) শিগগীর চইলা আসো । (শীঘ্র চলে আসো)
খ) অত আকাবাকা কইরা কি ওইবো । (অত তড়িঘড়ি করে কি হবে)
গ) তড়তড়গা মানুশের লগে গপ্প কোরগা জুত নাই । (চঞ্চল মানুষের সঙ্গে গল্প করে মজা নেই)
ঘ) আরে হাইডা আহো । (আরে তাড়াতাড়ি আসো)
ঙ) বালো কোরগা ছারকেল চালাইবা কলাম । (ভালো করে সাইকেল চালিও কিন্তু)
চ) হাইশা উড়াইয়া দেলা কতাডা তাইনা । (হেসে উড়িয়ে দিলে কথাটা তাইনা)
ছ) চাইয়া দ্যাহো পোলায় হরে কি । (চেয়ে দেখ ছেলের কাণ্ড)

জ) গুনগুন কইরা গান করবার নাকসে । (গুনগুন করে গান করতে লেগেছে)
ঝ) শুইনাই জুরে দৈড়াইসি । (শুনেই জোরে দৌড়েছি)
ঞ) ফেককা হ্যালাই দিবো মাতার উপার দিয়া । (ছুড়ে ফেলে দেবো মাথার উপর দিয়ে)

৪. অব্যয় পদের ব্যবহার রীতি

স্থানীয় এবং অভিবাসিত উভয় কথ্যবাংলায় অব্যয় পদ রূপে আর, ফের, খালি, না, জদি ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার রয়েছে। এছাড়া উভয় কথ্যবাংলাতেই কিছু স্বতন্ত্র অব্যয় পদের ব্যবহার রয়েছে , যা মান্য চলিত বাংলায় প্রচলন নেই ।

৪.১. সমন্ধবাচক অব্যয়

ভাষিক অঞ্চলটির কথ্যবাংলায় সমন্ধবাচক অব্যয় পদ গুলির ব্যবহার বাক্যে কি কি ভাবে হয়ে থাকে তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখানো হল।

৪.১.১. সংযোজক অব্যয় - আর, ফের,আবার , ও,

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) তুই আর মুই চ অ্যাক্‌দিন নদীত মাচ মারবা ।(তুমি আর আমি চল একদিন নদীতে মাছ ধরতে)
খ) কান্দুরু আর শুটকা ব্যাহাই হয় । (কান্দুরু আর শুটকা বেয়াই হয়)
গ) নাঙ্গোল আর জোঙ্গাল ঠিক কোরবা হবে বাশ্যা পড়ি গ্যালো । (লাঙোল আর জোঁয়াল ঠিক করতে হবে বর্শা পড়ে গেল)
ঘ) ন্যাপালপুর আর শামপুর নাগানাগি । (নেপালপুর আর শামপুর কাছাকাছি)
ঙ) গোমরা আর চড়ক হামার গাওৎ হয় । (গম্ভীরা আর চড়ক আমাদের গ্রামে হয়)
চ) আশিন আর কাতিক মাশ গিরস্তের টান ব্যাটানের হাত । (আশ্বিন আর কার্তিক মাশ গৃহস্থের অভাবের সময়)
ছ) আন্দাবারি কর্নু ফের ভুই গাড়বা গেনু । (রান্না বান্না করলাম আবার জমি লাগাতে গেলাম)
জ) অয় খালিয় ফের গেলিয় । (ও খেলো আবার গেলোও)
ঝ) আলু আর বাগনের ঘাটি আন্দিছু । (আলু আর বেগুনের ঘন্ট রেঁধেছি)
ঞ) ছোড়াটা চল্যে গ্যালো ফের আলি । (ছেলেটি চলে গেল আবার এল)
ট) আচকা ভাই ভাতে আর প্যাটে হোচে । (আজকে ভাই ভাতে আর মানুষে সমান হয়েছে)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায় সংযোজক অব্যয় গুলি হল - আর, আবার, ও , বা - ইত্যাদি সর্বনাম পদের ব্যবহার রয়েছে ।

ক) আমি আর তোমার বাবায় ছোডো কালে এক লগে কতো খেলসি। (আমি আর তোমার বাবা ছোট বেলায় এক সঙ্গে কত খেলেছি)
খ) মোগো মাইজা বাই আর তোমাগো ছোডো জোন ভারি টাশ খ্যালে । (আমাদের মেজো ভাই আর তোমাদের ছোট ভাই খুব তাশ খেলে)
গ) শনিবার আর বুদবার আট অয় । (শনিবার আর বুদবার হাট বশে)

ঘ) বিহানা ক্ষ্যাতে জাই আর বৈকাল্যা ফিইরা আহি।(সকালে জমিতে যাই আর বিকেলে ফিরে আসি)
ঙ) চঙ্গো আর কুদাল নইয়া হিগগির মাডে জা । (মই আর কোদাল নিয়ে শীঘ্র মাঠে যাও)
চ) খাইয়াও গ্যালা আবার নিন্দাও করলা । (খেয়েও গেলে আবার নিন্দাও করলে)
ছ) গাজোল আর বামনগোলায় ফইরদপুইরা বেশি পাবা । (গাজোল আর বামনগোলায় ফরিদপুরের মানুষ বেশি পাওয় যাবে)
জ) হে ও আমি অ্যাক লগে গান করসিলাম । (সে আর আমি এক সাথে গান করছিলাম)
ঝ) সার আর জল ঠিক মতন দিতি নাপারলি পর ধান অবেনানে । (সার আর জল ঠিক মত দিতে না পারলে ধান হবেনা)
ঞ) তুমি জতই কও মুই জামু আর আমু । (তুমি যাই বলো আমি যাবো আর আসবো)
ট) তুমি বা তোমার ভাইরে পাডাই দিবা । (তুমি বা তোমার ভাইকে পাঠিয়ে দেবে)

৪.১.২. প্রাতিপাক্ষিক অব্যয় -

স্থানীয় কথ্যবাংলায় - কিন্তুক , কিন্তু , খালি , খালে , তাহো , বরং - ইত্যাদি প্রতিপাক্ষিক অব্যয় পদের ব্যবহার রয়েছে ।

ক) ম্যালায় বুঝানঅ অয় কিন্তুক বুঝলিনা । (অনেক বোঝালাম ও কিন্তু বুঝলো না)
খ) টাকা দিবা চাহে কিন্তুক দিলুনা । (টাকা দিতে চেয়ে কিন্তু দিলেনা)
গ) নবানত আসবা চাহেছিলু কিন্তুক তোর দ্যাখায় নাই । (নবান্নতে আসতে চেয়েছিলে কিন্তু তোমার দেখাই নেই)
ঘ) ম্যালায় খরচ কোরন বাফু কিন্তু ধান ভালো হোলিনা । (অনেক খরচ করলাম কিন্তু ধান ভালো হলনা)
ঙ) ডাক্তোর কোবরাজ ঠেক্কে দিনঅ কিন্তুক ব্যারামএ ধোরবা পায়না । (ডাক্তার কবিরাজ শেষ করে দিলাম কিন্তু অসুখই ধরতে পারছে না)
চ) হামাক জাবা হোবি কিন্তুক নাহলে হোবিনা । (আমাকে যেতে হবে কিন্তু তানাহলে হবেনা)
ছ) শবাখে কোহিচি বো খালে তোমরায় ছাড়া পরে গিচেন । (সবাইকে বলেছি শুধু তুমিই ছাড়া পড়ে গেছ)
জ) আহেচে আর খালে তোরএ কথা কহেচে । (আসছে আর শুধু তোমারই কথা বলছে)
ঝ) অ্যাতো কোহিনঅ তাহো বেলে জাবি । (এতো বললাম তবুও নাকি যাবে)
ঞ) ব্যাদাম শাহার দিনঅ বো তাহো ধান হোবা চাহেনা ।(অনেক সার দিলাম তবু ধান হতে চায় না)
ট) ব্যাদাম খাটলেন বো অ্যাখন বরং জিরাও । (অনেক খেটেছ এখন বরং বিশ্রাম নাও)

৪.১.৩. ব্যতিরেকাত্মক অব্যয়

স্থানীয় কথ্যবাংলায় ফের , না , নাতেন - ইত্যাদি সর্বনাম পদের ব্যবহার রয়েছে ।

ক) টাকা জোটাবা পারলে ফের আমকেলি ম্যালাৎ জামঅ । (টাকা জোগাড় করতে পারলে আবার রামকেলি মেলায় যাব)
খ) তোখো ফের জাবা হবে নাতেন হবেনা । (তোকে আবার যেতে হবে তানাহলে হবেনা)

গ) খাটবা হবে নাতেন ভাত হবেনা। (খাটতে হবে নাতো ভাত হবেনা)
ঘ) পোড়বা হোবি নাতেন বোকা কোজা হোয়ে থাকবু। (পড়তে হবে নাতো বোকা হয়ে থাকতে হবে)
ঙ) তোক আসবা হোবি নাতেন মোক জাবা দিবিনা। (তোকে আসতে হবে নাহলে আমকে যেতে দেবেনা)
চ) এটায় ঠেকিনি ফের আর অ্যাকটা ধোরবা হোবি। (একাজটিই শেষ হয়নি আবার আর একটি কাজ ধরতে হবে)
ছ) পরার বাত কন্নি কোরবা হোবি নাতেন কথা শুনবা হোবি। (পরের বাড়িতে কাজ করতে হবে নাতো কথা শুনতে হবে)
জ) দেখে শুনে শাকেল চালান বো না হোল্যে বিপত হোবা পায়। (দেখে শুনে সাইকেল চালিয়ো নাহলে বিপদ হতে পারে)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায় নাইলে, নইলে, নাহয়, তালি, তলে, তাইলে, নাহলি - ইত্যাদি অব্যয় পদের ব্যবহার রয়েছে।

ক) দেইক্কা হাডিস নাইলে পোড়গা জাবি কলাম। (দেখে হাটিস নইলে পড়ে যাবি)
খ) তুমি আইসো নাইলে আমি জামুনা। (তুমি এসো নাহলে আমি যাবনা)
গ) ক্ষ্যাতে আইজে জল দিবা নাইলে ধান মরবো। (জমিতে আজই জল দিও নাহলে ধান মরবে)
ঘ) শিগগীর ডাক্তারের ধারে নিয়া যাও নাইলে বোজবা আনে। (শীঘ্রই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও না হলে বুঝবে)
ঙ) আমি জতি গাসে ওটতে পারতাম তাইলে তোরে কইতামনা। (আমি যদি গাছে উঠতে পারতাম তাহলে তোকে বলতামনা)
চ) আমারে লাগলে দিতাম নাহের পিলে। (আমাকে লাগলে দিতাম নাকে মেরে)
ছ) মাডি কাটপার আইসি দেলে কাটপো নাইলে চলগা জাবো। (মাটি কাটতে এসেছি দিলে কাটবো নাহলে চলে যাবো)
জ) বালো কইরা ফরতে ওইবো নাইলে ফাশ করতে পারবানা। (ভালো করে পড়তে হবে নাহলে পাস করতে পারবেনা)
ঝ) তুমি না হয় আচকা থাহ। (তুমি নাহয় আজকে থাকো)
ঞ) হাউড়িরে কবা নেতে আইলে জাইবো গা। (শ্বাশুড়িকে বোলো নিতে আসলে যাবে)

৪.১.৪. অবস্থাত্মক অব্যয়

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) জদি জানা জাত কুনঠি গিছে তোমাক জানাত। (যদি জানতে পারতাম কোথায় গেছে তোমাকে জানাতাম)
খ) হামরা জদি জাবা পারত শকলার শতে দ্যাখা করে আশত। (আমি যদি যেতে পারতাম সবার সঙ্গে দেখা করে আসতাম)
গ) জদি অ্যাতোয় খাবার মন হামাক কহিবা পারত্যান।(যদি এতোই খাওয়ার ইচ্ছা আমাকে বলতে পারতেন)
ঘ) জদি আমকেলের ম্যালাত জাত্অ তোমার তকনে শ্যাকা নিয়ে আশত। (যদি রামকেলির ম্যালায় যেতে পারতাম তোমার জন্য শাখা নিয়ে আসতাম)

ঙ)জদি কাম কাজ না পান হামার এঠি চলে আশেন বো।(যদি কাজ না পাও আমার এখানে চলে এসো)
চ) হাটোৎ জাইয়ে জদি হামার ব্যাটাক দ্যাখা পান তালে অ্যকটা আনারঅশ আনবা কহেন তো বো।
হাটে গিয়ে যদি আমার ছেলেকে দেখতে পাও তাহলে একটা আনরস আনতে বোলতো)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) তুমরা জতি জাও আমুও তালি জামু। (তোমরা যদি যাও আমিও তাহলে যাবো)
খ) জদি খাওন দাওন দ্যাও তাইলে আমারে পাবা। (যদি খাওয়া দাওয়া দাও তাহলে আমাকে পাবে)
গ) জতি ধান বিক্রি করতে নাপারি তাইলে ট্যাহা দিবার পারুম না। (যদি ধান বিক্রী করতে নাপারি তাহলে টাকা দিতে পারবোনা)
ঘ) হোশকার মাডি খালি জল দিয়াই ক্যাদা কোরগা দ্যাওন জায়। (সরষের জমি শুধু জল দিলেই কাদা করে দেওয়া যায়)
ঙ) খালি দ্যাহা হোইলে ওই হালারে শাউগা ভাঙ্গা পিডান দিমু। (শুধু দেখা হলেই হয় শালাকে হাড় ভাঙ্গা পিটুনি দেবো)
চ) জদি হুনতাম তুমি আইছো তোমারে দ্যাকতে জাইতাম। (যদি শুনতাম তুমি এসেছো তোমাকে দেখতে যেতাম)
ছ) দ্যাহা হোইলে খালি আমার কতা কবা। (দেখা হলে শুধু আমার কথা বলবে)
জ) আমাগো দ্যাশেৎতা জদি আইতে না ওইতো তাইলে আমাগো কিশুরি অবাব থাকতো না।
(আমাদের দেশ থেকে যদি না আসতে হোত তাহলে আমাদের কিচ্ছুর দু:খ থাকতোনা)
ঝ) জতি আর অ্যাকবার গাতি কতা আমি গাতাম। (আর একবার যদি গাইতে বলতে আমি গাইতাম)

৪.১.৫. ব্যবস্থাত্মক অব্যয়

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) মোর তকনে অ্যানা গাঙ্গি নিআয় তো গ্যা। (আমার জন্য একটু জল নিয়ে আসোতো)
খ) তোমার তকনে আনঅ বো হাইরে বেলে ব্যারাম। (তোমার জন্য এলাম ভীষণ নাকি অসুখ)
গ)আম খাওয়ার তকনে ছুটি দিছ্যা বুঝিন। (আম খাওয়ার জন্য ছুটি দিয়েছে মনে হয়)
ঘ)তোর পড়ার জনে কম টাকা পোইশা খরচ কোন্য।(তোর পড়ার জন্য কম টাকা পয়সা খরচ করলাম)
ঙ) বেটির বিহার তকনে শিজ্জাছিন। (মেয়ের বিয়ের জন্য জমিয়ে ছিলাম)
চ) হাগে হামার চ্যাঙড়াটার বহু দ্যাখেন তো বো। (আমার ছেলেটির জন্য বৌ দেখোতো)
ছ)হামার বোউ গুলার তকনে বাত হাইরে ঝগোড়া। (আমাদের বৌগুলির জন্য বাড়িতে ভীষণ ঝগড়া)
জ) তোমার তকনে হামাক কথা শুনবা হচে। (তোমার জন্য আমাকে কথা শুনতে হচ্ছে)
ঝ)দুটা ভাতের তকনে ওদ্দেবাতাশে ঘুরে ব্যাড়াছো বো।(দুটা ভাতের জন্য রোদেবাতাসে ঘুরেবোড়াচ্ছি)
ঞ)তোর জনে ক্যানে মানশের কথা শুনবা হবে কহেক ধিন।(তোর জন্য কেনো মানুষের কথা শুনতে হবে বলতো)
ট) নাতি-পুতি গুলার তকনে কুনঠে জাবা মনায়না। (নাতি-পুতি গোলির জন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে করেনা)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) আমার নাইগা অ্যাক্‌খান তপ্পন নইয়া আশফা। (আমার জন্য একটি লুঙ্গি নিয়ে এসো)
খ) তগো বাসুরের নাইগা আমার ফশল ওইবোনা। (তোমার বাছুরের জন্য আমার ফসল হবেনা)
গ) ঠাণ্ডা নাকশে হেয়ার নাইগা ডোপ্টা গায়ে নিসি। (ঠাণ্ডা লেগেছে তাই চাদর গায়ে নিয়েছি)
ঘ) খাবার নাইগা কত্‌অ কামই না করার নাগে। (খাবার জন্য কতো কাজই না করতে হয়)
ঙ) কিরহম ব্যাফার তালি বোজো। (কিরকম ব্যপার তাহলে বোজো)
চ) মেয়ার বিয়া দিসি তার নাইগা অবাবে পড়সি। (মেয়ের বিয়ে দেওয়ায় এবার অভাবে পড়েছি)
ছ)পূজা চোলগা আশছে তাইলে জামা বানাইবার দেই।(পুজো চলে এসেছে তাহলে জামা বানাতে দিই)
জ) কামডা শোজানা তাইলে বুইজা কাম করবা। (কাজটা সহজ নয় তাহলে বুঝে কাজ কোরো)
ঝ) তোমার ছোডো পোলায় কইলা বায়রা গ্যাসে তাইলে জমি চশবে কেডা। (তোমার ছোটো ছেলে বললে বাইরে গেছে তাহলে চাষ-আবাদ করবে কে)
ঞ) গুড়া-গাড়ার নাইগা নজেন আনবা। (কচিকাচাদের জন্য লজেন্স এনো)
ট)অনার বুইড়াডার নাইগা গঞ্জেরতা ওশৎ আনবা। (বোধ শক্তি হীন বুড়োটির জন্য বাজার থেকে ওষুধ এনো)

৪.১.৬. প্রশ্নাত্মক অব্যয়

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) হাবো কুন্‌অঠে জাবেন বুঝি নয় ? (কোথাও যাচ্ছেন বুঝি তাইনা ?)
খ) অ্যাখেলাই গেছিলেন বুঝি নহে ? (একাই গিয়েছিলেন বুঝি তাইনা ?)
গ) তুই কি জাবু ? (তুই কি যাবি ?)
ঘ) হাটে কুন পাকে গেছিলু ? ম্যালা দিন পরে দ্যাখা নোহয় ? (কোন দিকে গিয়ে ছিলে ? অনেক দিন পর দেখা তাইনা ?)
ঙ) বড়ো ভুইলাত ভালোয় ধান হোচে নয় ? (বড়ো জমিগুলিতে ভালোই ধান হয়েছে তাইনা)
চ) তোমরা হামাক তালে ডাকবা পাঠাছিলেন ? (আপনি আমাকে তাহলে ডাকতে পাঠিয়ে ছিলেন ?)
ছ) হাটি জাবেন নাকিত্যা ? (হেটে যাবে নাকি ?)
জ) অয়কি এঠি আশবি ? (ওকি এখানে আসবে ?)
ঝ তুই কি মোর কথা কোহুবুনা ? (তুমি কি আমার কথা বলবেনা ?)
ঞ) চলি জামো নাতেন কি কোরমো ? (চলে যাবো নাতো কি করবো ?)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) কোইখন আইলা বুঝি ? (কোথাও থেকে এলে মনে হয় ?)
খ) ধান পাইচৎ ম্যালাডি তাইনা ? (ধান পেয়েছ অনেক তাইনা)
গ) তোমার মাইজা পোলায় কামলা দ্যায় নাকি ? (তোমার মেজ ছেলে জন খাটে নাকি ?)
ঘ) ভাও বোজোশ তো কিশশু ? (ভাবসাব বুঝতে পারছ তো কিছু ?)
ঙ) এই হুদা -হুদি আইলি নাকি ? (এই শুধু-শুধু এলে নাকি ?)
চ) ও দাদু কোনোহানে গেসিলা বুজি ? (ও দাদু কোথাও গিয়েছিলে বুঝি ?)
ছ) পাশশো ট্যাহা খুরচা ওইবো কিনা কও ? (পাঁচশো টাকা খুচরো হবে কিনা বল ?)
জ)আমি কি তোমারে দেইককা ডরাই ? (আমি কি তোমাকে দেখে ভয় পাই ?)

ঝ) ওরা তো আইবো তাইনা ? (ওরাতো আসবে তাইনা ?)
জ) মইরা কি শান্তি পাবা ? (মরে কি শান্তি পাবে ?)
ঝ) অহোন জামু নাতো কি ? (এখন যাবো নাতো কি ?)
ঞ) হশুর বাড়ি তো বটতলি তাই না ? (শ্বশুর বাড়ি তো বটতলি তাইনা ?)
ট) তুমরা কি ও মুড়া জাবা ? (তোমরা কি ও দিকে যাবে ?)

৪.২. অন্তর্ভাবাত্মক বা মনোভাব বাচক অব্যয়

৪.২.১. সম্মতি জ্ঞাপক

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

প্রশ্ন :-হা বো ভাত খাচেন বো । (ভাত খেয়েছেন তো)
ক) উত্তর :- হয় খাইছি । (হ্যাঁ খেয়েছি)
খ) হোঁ খানঅ । (হ্যাঁ খেলাম)
গ) হ্যাঁ গ্যা খাচি । (হ্যাঁ খেয়েছি)
প্রশ্ন:- ছ্যাচায় জাবেন বো না ফের ছ্যাচা মিছা কথা কহচেন ? (সত্যি যাবেন না শুধুশুধু বলছেন ?)
ঙ) হ্যাঁ ছ্যাচায় জাম্অ গ্যা । (হ্যাঁ সত্যি যাব)
চ) হ্যাঁ ছ্যাচায় কহচ জাম । (হ্যাঁ সত্যি বলছি যাব)
ছ) জী জামো । (হ্যাঁ যাব)
জ) হামরাও জাম্অ দ্যা । (আমরাও যাব হ্যাঁ)
ঝ) তুহ জাশ্ দ্যা । (তুমিও যেও হ্যাঁ)

উপরোক্ত দুটি প্রশ্নের উত্তর অভিবাসিত কথ্যবাঙলায় হবে -

ক) হ' খাইসি । (হ্যাঁ খেয়েছি)
খ) হয় খাইলাম । (হ্যাঁ খেলাম)
গ) আরে অহনি খাইলাম তো । (আরে এখনি খেলামতো)
ঘ) হাচাই জামু । (সত্যি যাব)
ঙ) আইগা জামু । (আজ্ঞে যাব)
চ) আরে হয় জামু । (আরে হ্যাঁ যাব)

৪.২.২. অসম্মতি জ্ঞাপক

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর না বাচক হলে

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) না খাওনাই । (না খাইনি)
খ) নহে খাওয়া হোইনি । (না খাওয়া হয়নি)
গ) নাই খাই । (খাইনি)
ঘ) নাই জামো । (যবনা)
ঙ) জামোনা । (যাব না)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) আমি খাইনাই। (আমি খাইনি)
খ) মুই খাইনাই। (আমি খাইনি)
গ) মোডেও খাইনাই। (মোটেও খাইনি)
ঘ) জামুনা। (যাবোনা)
ঙ) আমি জামুনা কইলাম। (আমি যাবনা বললাম)
চ) আইগা জামুনা। (আজ্ঞে যাবনা)
ছ) জম্মেও না। (কখনোই নয়)
জ) নাতো জামু ক্যান। (নাতো যাব কেনো)
ঝ) জাতি পারবো নানে। (যেতে পারবো না)

৪.২.৩. ঘৃণা বা বিরক্তি ব্যঞ্জক

স্থানীয় কথ্যবাংলায় নারী পুরুষ ভেদে ঘৃণা বা বিরক্তি ব্যঞ্জক অব্যয় পদে ব্যবহারের বৈচিত্র লক্ষ করা যায়। যেমন নারী ভাষায় - ছিক্ ক , ছেই মরা , ঘন্টার , হেই ভাই , ঘিন ঘিন ইত্যাদি।

ক) ছিক্ ক ! পিড়াৎ ক্যা ঘ্যাঙ্গোর ফ্যালাল্ ভাই ? (ছি! বারন্দায় কে কফ্ ফেললো ?)
খ) ছেই মরা ! এধান করেন না। (ছি! এরকম কোরোনা)
গ) ঘন্টার কথা কইনা তো ভাই ! (ফালতু কথা বোলোনা তো ভাই !)
ঘ) হেই ভাই পালা ! (দূর ! এখান থেকে দূর হও)
ঙ) বাড়ি ঘড়লা দেকেখ শয় ঘিনঘিন নাকচে ! (ঘরবাড়ির অবস্থা দেখে ভীষণ ঘৃণা লাগছে !)

নারী ও পুরুষ উভয়ের ভাষায় ব্যবহৃত ঘৃণা বা বিরক্তি ব্যঞ্জক অব্যয় পদ

চ) ধেৎতেরি ! বেচ্ছল মানুশটা ব্যাজাই বেহুদ্দা। (ধুৎ ! স্ত্রীলোকটি ভীষণ বদমাশ)
ছ) আহা রাম ! বেজাই খিটকালিয়া কাণ্ড। (রাম রাম! খুবই খারাপ কাণ্ড)
জ) ছি ! তোর ঢ্যাঙ আর দেকবা মনায়না। (ছি! তোর ঢঙ আর দেখতে ইচ্ছে করেনা)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) ছি! অ্যাহারে ক্যাদা ক্যাদা হোইয়া গ্যাসেগা। (ছি! সব লন্ড ভন্ড হয়ে গেল)
খ) হায় হায়রে! এমুন কাম মানশে করবার পারে, ছি! ছি!ছি! ছি! (ছি! এমন কাজ মানষে করতে পারে ছি!)
গ) চাইয়া দ্যাহো গুড়াগাড়া হইগা করসে কি ছি! (চেয়ে দেখো ছেলেপেলে হেগে করেছে কি ছি!)
ঘ) ভারি জ্বালা তো ! হইডা জা এহানতা। (ভারি জ্বালা তো ! দূর হ এখান থেকে)
ঙ) দুত্তোর ! এরা হোনে মানশে। (ধুৎ ! একি মানুষে শোনে)
ছ) আলো হরে ক্যামন তরো ! (আরে করছে কেমন !)
জ) ছি! ছি! ওকতা কইওনা। (ছি! ছি! ও কথা বোলোনা)
ঝ) ওগগিন ! বোমি করসে কেডা। (ছি! বমি করেছে কে)

৪.২.৪.মনঃ কষ্ট ব্যঞ্জক

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) মাগে ! আর পারা জাবিনা , ব্যাজাই ওদ্দি । (মাগো আর কাজ করতে পারবোনা ভীষণ রোদ)
খ) ইশ ! চিমঠাইনা , নাকছে । (ইশ ! চিমটি কেটোনা লাগছে)
গ) ওঃ চোপ্পর দিন ওদত কাম কোন্নু গ্যা । (ওঃ সারাটা দিন রোদে কাজ করলাম)
ঘ) হাইরে ! ব্যাদেনা শয় তামান আত নিন্দাওনি । (হায়রে ! ব্যথা সারা রাত ঘুমোতে পারিনি)
ঙ) ইশ! তোক দেকবার তকনে খালে কিধান করছে জিউটা। (ইশ! তোকে দেখবার জন্য মনটা কেমন করছে)
চ) বাপরে বাপ ! আর পামনা বাফু এখন অ্যানা জিরামো । (বাবারে ! আর পারবোনা এখন একটু বিশ্রাম নিতে হবে)
ছ) হায়বাপ ! ক্যানে এরকম করছেতে ভাই । (ও বাবা ! কেন এরকম করছে)
জ) উরি ! গরুই পাওটা খচি ধরছে । (উঃ পা গরুতে চেপে ধরেছে)
ঝ) ওরে ! বাপরে মন্নু মা । (ওরে বাবারে মরলাম মাগো)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) আহারে ! কোত্অ ভালো মানুশ সিলো বুইড়াডা । (আহারে ! কতো ভালো মনুষ ছিল বুড়োটা)
খ) হায় ! হায় ! কি জন্তন্যা । (হায় ! হায় ! কি যন্ত্রনা)
গ) আহারে ! কি ওইলো । (আহারে ! কি হোলো)
ঘ) উঃ কি ব্যাতা । (উঃ কি ব্যথা)
ঙ) ইশশিরে ! প্যাডে ব্যতা ওটসে । (ইশ ! পেটে ব্যথা উঠেছে)

৪.২.৫. বিস্ময় দ্যোতক

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) হায়বাপ! অ্যাতোলাতেতল কুন্না থাকি আনলু টি। (ও বাবা এতো গুলি তেঁতুল কোথা থেকেআনলে)
খ) এদেগে !একুনা চ্যাঙড়া কতোটা বোঝা মাথাৎ নিছে।(এ!এটুকু ছেলে কতোবড়ো বোঝা মাথায় নিয়েছে)
গ)ওমা ! মুই কি করনু মা ! কিধান কোরে হোলিত্যা ভাই। (ওমা ! আমি করলাম ! কিকরে হল তো)
ঘ) আরি ব্বাশ !
ঙ) অবাক কাণ্ড !

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) বাবারে বাবা ! এইডা ক্যামুন বড়ো শাপ দেইককা ডর আইসে। (বাবারে বাবা! এইটা কেমন বড়ো সাপ দেখে ভয় লাগে)
খ) অ্যা কওকি ! (অ্যা বলকি !) গ) আবাক কাণ্ড ! (অবাক কাণ্ড), ঘ) ভারি হুন্দার জিনিশ তো ! (বেশ সুন্দর জিনিষ তো)
ঙ) আরি শর্বনাশ ! (আরে দারুন তো)
চ) অ্যা আচ্চাইজ ব্যফার ! (আশ্চর্য ব্যাপার !)

৪.২.৬. করুণা দ্যোতক

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) হারে বাপধন ! কতটা পাও কাটি ফ্যালালুরে। (হ্যাঁ! বাবারে কতো বড়ো পা কেটে ফেললে)
খ) আহাঃ ! বাছাধন ক্যানে তোক গাছোৎ উটবা হবে হা। (আহাঃ ! বাছাধন কেনো তোকো গাছে উঠতে হবে)
গ) আহারে ! কান্দিনা বাবা চুপ করি থাক । (আহাঃ ! কেঁদোনা বাবা চুপ করে থাকো)
ঘ) হায় ! মাগে মোর পোড়া কপাল । (হায় ! মাগো আমার পোড়া কপাল)
ঙ) হা ব্যাটা কুন্না গেলু ব্যাটা । (হা (বেটা) কোথায় গেলে)
চ) হায়বাপ ! ক্যাক্ষারে হোল গে । (হায় বাবাগো কেমন করে হোলো গো)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) হায় হায় ! গাসের তা পোরগা পা ডা ভাঙলোরে । (হায় ! গাছ থেকে পড়ে পা টা ভাঙলোরে)
খ) উঃ ! কি ব্যাতাই না পাইলো ছ্যামরাডা । (উঃ ! কি ব্যথাই না পেল ছেলেটি)
গ) হায় হায়রে ! এমুন মার মারে কেউ , অ্যাহারে দয়ামায়া কিশশু নাই । (ওঃ ! এমন মার মারে কেউ একেবারে দয়ামায়া কিছুই নেই)
ঘ) আহাঃ ! কাইটা হেলাইলোরে । (আঃ ! কেটে ফেললোরে)
ঙ) ইশশিরে অ্যাহারে ভাইঙ্গা গ্যালোরে । (ইশ ! একেবারে ভেঙে গেলরে)
চ) উঃ ! কি ব্যাতা না পাইলো আমাগো কাইলায় । (ওঃ ! কি ব্যথাই না পেল আমাদের কালি)
ছ) আহারে ! কি ব্যাতা না নাগলো । (আহারে ! কি ব্যথা না লাগলো)

৪.২.৭. খেদ সূচক

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) ইশ ! খালে অ্যানা আগে জাবা পালেই হোত । (ইশ ! একটু আগে যেতে পারলেই হত)
খ) তুই খালি গেলি হয়া জাত্অ ! (তুমি শুধু গেলেই হয়ে যেত)
গ) তোমরা জুদি অ্যানা নামতেন তালেই বিহাটা নাগে জায় ! (তোমরা যদি শুধু একটু নামতে তাহলেই বিয়েটা হয়ে যায় । (পণের ওঠা নামা অর্থে)
ঘ) খালে গামোর হওয়ার আগে ধানত বিষ দিবা পাতেন তালে দেকত্যান কিধান ধান! (পেটে ধান আসার সময় যদি জমিতে বিষ দিতে পারতেন তাহলে ধানের ফলন দেখতেন !)
ঙ) অ্যানা আগে আলেই দ্যাখা পাতেন বো ! (একটু আগে এলেই দেখতে পেতেন !)
চ) হ্যাঃ অ্যাঅ চলে গিচ্যে ! (আহা চলে গেছে)
ছ) ইশ ! এই ঘোরি চোলি গ্যালো । (ইশ ! এখনই চলে গেল)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) তুমি খালি জাইতা তোমার কাম হোইয়া জাইতো গা!(তুমি শুধু যেতে তোমার কাজ হয়ে যেতো !)
খ) খালি আর কয়ডা টাহা দিলেই তোমার কামডা কোরগা দিতে পারতাম ! (শুধু আর কিছু টাকা দিলেই তোমার কাজটি করে দিতে পারতাম !)

গ) ইশশিরে ! একটু আগে আইলেই দ্যাকতে পাইতা ! (ইশ ! একটু আগে এলেই দেখতে পেতে)
ঘ) বোনাইরে কত্অ থাকতে কইলাম থাকলোনা ! (ভগ্নীপতিকে কতো থাকতে বললাম থাকলোই না)
ঙ) হাতে খালি অ্যাকটা টচ্ থাকলিই হাপটারে মারতি পারতাম ! (হাতে শুধু একটি টর্চলাইট থাকলেই সাপটাকে মারতে পারতাম)

৪.২.৮. ভয় বা আতঙ্কমূলক

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) হায় বাপ ! কত্তোবড়ো শুঙ্গাপোকা এত্তিলে হাতোৎ নাগে জাত্অ । (বাবা ! কতবড়ো শুয়োপোকা এখুনি হাতে লেগে যেতো)
খ) হায় বাপ ! এত্তিলে কেচলে দিত । (বাবা ! এখুনি চাপা দিত)
গ) বাপরে বাপ ! বিরাট বড়ো শাপ ঢুকিছ্যা ঘরোৎ । (বাবা ! বিরাট বড়ো সাপ ঢুকেছে ঘরে)
ঘ) ও বা ! এটা কিগ্যা !
ঙ) ওরে বাবারে !
চ) ও মা !
ছ) হায় না !
জ) বাবাগে !
ঝ) মাগ্গে !

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) ওরে বাবারে ! ডর পাইসি !
খ) ওরে বাবারে! ত্যালাচোরা আইলো কোয়ানতা।(ওরে বাবারে! আরশোলা আসলো কোথা থেকে)
গ) ও মা !
ঘ) বাবাগো !
ঙ) মাগো !

৪.৩. একই অব্যয় পেদর বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ

স্থানীয় কথ্যবাংলায় ' কিবা '/ 'কিয়া ' / 'ইয়া ' - একই অর্থে ব্যবহৃত হয় । যেমন -

কিবা

ক) স্থান অর্থে - মুই অ্যানা কিবাৎ জাছো গ্যা । (আমি একটু ইয়েতে যাচ্ছি)
খ) বস্তু অর্থে - কিবাটা কুন্না জি থুচ্যান তে ক্যাজানে । (ইয়েটা কোথায় যে রেখেছেন কিজানি)
গ) সর্বনাম- কিবার বাত আচকা দশালি মিটিং বশবি । (ইয়ের বাড়িতে আজকে সমাজের সভা হবে)
ঘ) কালবাচক - কিবার শম আইশ গ্যা ব্যড়াবা । (ইয়ের সময় এসো বেড়াতে)
ঙ) সাহায্যার্থে - মোর শতে কিবা করিশ তো গে । (আমার সাথে একটু কাজ কোরো)
চ) জ্ঞানঅর্থে - তোর মাথাৎ অ্যানাও কিবা নাই । (তোর মাথায় একটুও বুদ্ধি নেই)
ছ) বিরক্তি অর্থে - এঠি তোক আর কিবা কোরবা হবে না শড়েক এথাকি । (এখানে আর তোকে মাতব্বরি করতে হবে না যা এখান থেকে)

'আর'

ক) এবং অর্থে - তুই আর মুই জামো। (তুমি আর আমি যাবো)
খ) অতিরিক্ত ,,-এই কামটা আর কোৎদিন নাগাবেন বো। (এই কাজটা আর কত দিন লাগাবেন)
গ) পুনরায়,,- ম্যালাৎ পাশ্যা হারে গিল্যে আর পাবু তায়।(মেলায় পয়শা হারালে আর কি পাবে ?)
ঘ) তৎক্ষণাৎ ,, - জাওইটা আশিলি আর চলে গেলি। (জামাই এলো আর গেলো)
ঙ) কখনও,,-চেমঠুক আর পাট করা জাবিনা হাইরে ঢিলা। (চেমঠুকে আর জনমজুর নেওয়া যাবেনা)
চ) কিংবা ,, - তোমরা জান আর নাজান হামরা বাফু জাম্অ। (তুমি যাও আর না যাও আমি যাব)
ছ) গত ,,- আর বিশিৎ বার হাইরে জল আর বাতাশ। (গত বৃহস্পতি বার ভীষণ বৃষ্টি)
জ) গুরুত্ব ,, - মুই না হলে আর হোত না। (আমি না হলে আর হত না)
ঝ) অসমর্থ ,, - বুঢ়াটা আর হাটা চলা কোরবা পারেনা। (বুড়োটি আর হাটা চলা করতে পারেনা)
ঞ) একমাত্র ,, - তুই ছাড়া আর কেউ নাই জি এই কামটা করে। (তুমি ছাড়া আর কেউ নেই যে এ কাজটি করে)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

'আর '

ক) এবং অর্থে - কাইলা আর নইদা জাইবার নাকসে। (কালি এবং নদি(রাম) যাচ্ছে)
খ) অতিরিক্ত ,,- এই কামডা আর কতদিন নাগাইবা। (এই কাজটি আর কত দিন লাগাবে)
গ) পুনরায় ,,- এই নাঙ্গোল দিয়া আর ওইবো না। (এই লাঙোল দিয়ে আর হবে না)
ঘ) তৎক্ষণাত ,,- আমি গ্যালাম আর আইলাম। (আমি গেলাম আর এলাম)
ঙ) কখনও ,,- হ্যাডারে দিয়া আর কাম করামুনা। (ওকে দিয়ে আর কাজ করাব না)
চ) কিংবা ,,- তুমি ট্যাহা দ্যাও আর না দ্যাও আমি আর চামু না। (তুমি টাকা দাও আর না দাও আর চাইবো না)
ছ) গত ,,- আরশন আমার ধান বালো ওইছল্ না। (গত বছর আমার ধান ভালো হয়নি)
জ) গুরুত্ব ,,- আমার দুঃককের কতা আর কেউই হোনলনা। (আমার দঃখের কথা আর কেউ শুনলনা)
ঝ) অসমর্থ ,,- তোর কামে আর ওইবো না নে। (তোর দ্বারা আর হবে না)
ঞ) একমাত্র ,,- তুই সারা আর পারবো কেডা ? (তুই ছাড়া আর পারবে কে ?

৫. বাক্যের শ্রেণি বিভাগ (গঠনগত)

এই অঞ্চলের স্থানীয় এবং অভিবসিত উভয় জনগোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় ব্যবহৃত বাক্য গঠনগত দিক থেকে চলিত বাংলার মতোই সরল , জটিল ও যৌগিক এই তিন প্রকার।

৫.১. সরল বাক্য

স্থানীয় এবং অভিবাসিত উভয় জনগোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় তিন প্রকার বাক্যের মধ্যে সরল বাক্যের ব্যবহার তুলনামূলক ভাবে বেশি।

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) শিপ পূজার আতত হাম বাত চোর ঢুকিচিল বো।(শিবপূজার রাত্রে আমার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল)
খ) আচকা এন্না ব্যাদাম জল হোচে । (আজকে এখানে ভীষণ বৃষ্টি হয়েছে)
গ) গাহোন বাড়িত ম্যালায় মানুশ হোচিল বো । (যাত্রাগানে অনেক মানুষ হয়েছিল)
ঘ) হামার পাড়াৎ মোনসা গাহোন হোবি । (আমাদের পাড়াতে মনসা গান হবে)
ঙ) মজিন হাল বোহাবা গিচে । (মজিন হাল বাইতে গেছে)
চ) শকলার বাড়ি ধার করে খাওয়া হোয়ে গিচে । (সবার কাছ থেকেই ধার করে খাওয়া হয়ে গেছে)
ছ) হাইরে তিশশা নাগিছ্যা শোজায় । (ভীষণ তৃষ্ণা লেগেছে)
জ) আলু খাতি খাতি খাবায় মনায় না। (আলু খেতে খেতে খাওয়ারই ইচ্ছা করেনা)
ঝ) আর কোনা জল দিয়ে হানে হাল বোহাবা হোবি। (আর একটু জল দিয়ে কাদা করতে হবে)

অভিরবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) আমার বাবায় কইলো দিয়া দিবো আনে । (আমার বাবা বলল দিয়ে দিবে)
খ) কলাগাছ পোইরা রস্তাডা বন্দ ঐয়া গ্যাসেগা । (কলাগাছ পড়ে রস্তা বন্ধ হয়ে গেছে)
গ) শাড়া দ্যাশে তালাশ কোইরা দ্যাহেনগা গণ্ডগোলের শ্যাশ নাই । (সারা দেশে খুঁজে দেখুন গণ্ডগোলে শেষ নেই)
ঘ) আইগিয়া গেইলেই পাইবেন । (এগিয়ে গেলেই পাবেন)
ঙ) ওই মেয়া আশকা আবার গুদুরমুদুর করবার নাকসে।(ওই মেয়েটি এসে আবার ঘোরা ফেরা করছে)
চ) ভালো কোইরা না বানলে খুইলা জাইবোগা । (ভালো করে না বাঁধলে খুলে যাবে)
ছ) ভাত খাইয়া গুণ করার না পারলে হেয়াতে কি । (ভাতখেয়ে শক্তি বৃদ্ধি করতে নাপারলে কিলাভ)
জ) ভালো পোলারা কতা হোনে । (ভালো ছেলেরা কথা শোনে)
ঝ) অহনি খাইয়া হাইডা জামু । (এখনই খেয়ে চলে যাবো)

অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত সরল বাক্য

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) অয় খায়ে চলে গিচ্যা । (ও খেয়ে চলে গেছে)
খ) বর্ধনোক দ্যাখা পালেই ধরে দিমু চোদোন । (বদমাশ লোকটিকে দেখতে পেলেই অপমান করবো)
গ) বাড়িৎ শিঙ কাটলেও গরুলাক নিজাবা পাইনি। (বাড়িতে সিঁদ কাটলেও গরু গুলোকে নিয়ে যেতে পারেনি)
ঘ) পোহাত হলেই আজ্জের কাম কোরবা হোবি। (সকাল হলেই বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হবে)
ঙ) ডাক্যে ডাক্যে হিপে গেলেও বাঢ়াবিনা। (ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেলেও বের হহবেনা)
চ) পানি কাটে বাহির কোরবা হোবি। ([জমির] জল কেটে বের করতে হবে)
ছ) কান্দোরোৎ জায়্যে দ্যাকচো ব্যাবাক জল পল্লে গিচ্যা। (ঢালু জমিগুলোতে গিয়ে দেখছি সমস্ত জল পালিয়ে গেছে)
জ) হামরা পোখরের পানি দিয়ে আলু নাগাবা চাহিচি ।(আমরা পুকুরের জল দিয়ে আলু লাগাতে চাচ্ছি)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) ক্ষ্যাতের ধান খাইয়া শ্যাশ কোরগা দিসে । (জমির ধান খেয়ে শেষ করে দিয়েছে)
খ) হাইডা জাবার কালে হে আইলো । (চলে যাবার সময় সে আসলো)
গ) আমি কাম কোরগা বাড়ি আইতে সিলাম । (আমি কাজ করে বাড়িতে আসছিলাম)
ঘ) তোমাগো পোহিরের তা মাচ ধোরগা খাওয়া নাগবে।(তোমাদের পুকুর থেকে মাছ ধরে খেতে হবে)
ঙ) আইগিয়া গেইলেই দ্যাকতে পাইবেন সেডো পহির।(সামনে গেলেই দেখতে পাবেন ছোটো পুকুর)
চ) ঘুমেত্তা উইডা মাডে গোনে ঘুইরা আইলাম । (ঘুমথেকে উঠে মাঠে ঘুরে এলাম)
ছ) পাডের ক্ষ্যাতে গরু ঢুইকা শ্যাশ কোরগা দিসে ।(পাটের ক্ষেতেগরু ঢুকে পাট শেষ করে দিয়েছে)
জ) খাইবার কালে কতা কইতে মানা । (খাওয়ার সময় কথা বলতে মানা)
ঝ) বিহানা ক্ষ্যাতে জাইয়া বৈকাল্যা ফিরা আহি । (সকালে জমিতে গিয়ে বিকালে ফিরে আসি)
ঞ) তোরা ভেন্নো অইয়া গিলি পর দুব্বল অইয়া জাবানি । (তোরা পৃথক হয়ে গেলে দুর্বল হয়ে যাবি)

৫.২. জটিল বাক্য

স্থানীয় এবং অভিবাসিত উভয় জনগোষ্ঠির কথ্যবাংলায় জটিল বাক্যের ব্যবহার যথেষ্টই রয়েছে । স্থানীয় কথ্যবাংলায় জটিল বাক্যে সংযোজক ও নির্ভরশীলতা নর্দেশক শব্দরূপে যেশব্দ গুলির প্রয়োগ রয়েছে সেগুলি হল - জেধান / শেধান , জেঠি / শেঠি , জঙ্কা / তঙ্কা , জখোন / তখোন , জুদি / তাল্যে/ তাহালি/ তালি , জেলা/শেলা -ইত্যাদি ।

অভিবাসিত কথ্যবাংলায় সংযোজক শব্দ গুলি হল - জেরহম / শেরহম , জদি / তাইলে /তালি / হ্যালে , জ্যমন / ত্যামন , জেহানে / হেইনে / হেনে / শেহানে / জ্যানে / শ্যানে , জহন / তহন ,জে /শে ইত্যাদি ।

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

অ) জেধান / শেধান

ক) জেধান শাহার দিব্যান শেধান ধান হোবি ভালা । (যেমন সার দিবে তেমন ধান ফলবে)
খ) জেধান কাম করচেন শেধান খাচেন । (যেমন কাজ করছেন সেরকম খাচ্ছেন)
গ) তোমার জেধান বাড়ি হামারো শেধান বাড়ি । (তোমাদের যেমন বাড়ি আমাদেরও সেরকম বাড়ি)
ঘ) জেধান কাম করবেন শেধান ফল পাবেন । (যেমন কর্ম করবেন তেমন ফল পাবেন)
ঙ) জেধান গাহোন পারেন শেধানএ হোবি । (যেমন গাইবে তেমনই হবে)
চ) জেধান মানুশ শেধান শাস্তি হোচে । (যেরকম মানুষ সেরকমই শাস্তি হয়েছে)

আ) জেঠি / শেঠি

ক) অরা জেঠি জাবে শেঠি কাজিআ নাগাবে । (ওরা যেখানে যাবে সেখানাই গণ্ডগোল লাগাবে)
খ) হারে জেঠি গেছিলেন শেঠি ফের ঠাণ্ডা না গরম । (যেখানে গিয়েছিলে সেখানে ঠাণ্ডা না গরম)
গ) হারা জেঠি জেঠি জামঅ অয়ও শেঠি শেঠি জাবে । (আমরা যেখানে যেখানে যাব ও শেখানে শেখানে যাবে)
ঘ) নেখাপরা মানুশ জেঠি জাক শেঠিএ প্যাটের ভাত জোগার কোরবা পাবি । (শিক্ষিত মানুষ যেখানেই যাক আয় করে বেঁচে থাকতে পারবে)

ঙ) কামালি মানুশ জেঠিএ জাবি শেঠিএ কন্নি ছাড়া বশি থাকবা পারবিনা । (কাজের মানুষ যেখানেই যাক কাজ ফেলে বশে থাকতে পারবেনা)

চ) তোমরা জেঠিকোনায় জাও দেকব্যান শেঠিকোনায় ভাইয়ে ভাইয়ে কাজিয়া জঞ্জাল নাগেই আছে । (তোমরা যেখানেই যাও সেখানেই দেখবে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝামেলা লেগেই আছে)

ই) জঙ্কা / তঙ্কা / জখোন / তখোন

ক) জঙ্কা দেকবু নাল ব্যালা তঙ্কা ভুই থাকে উটবু।(যখন লাল বেলা দেখবে তখন জমি থেকে উঠবে)

খ) হামরা জঙ্কা জাম্অ তঙ্কা নিয়ে জাম্অ বো । (আমরা যখন যাব তখন নিয়ে যাব)

গ) তোমরা জঙ্কা মটর থাকে নামবেন তঙ্কা হামাখো কহেন । (তুমি যখন গাড়ি থেকে নামবে তখন আমাকেও বোলো)

ঘ) জঙ্কা হাগা নাগিবি তঙ্কা দৌড়াবি ভুইয়ৎ । (যখন পায়খানা লাগবে তখন দৌড়াবে জমিতে)

ঙ) জখোনকা নিশা খাবে তখোন অর শতে কেউ পারবেনা। (যখন নেশা খাবে তখন ওর সাথে কেউ পারবেনা)

চ) হামাক জঙ্কায় ডাকব্যান তঙ্কায় চলে আশমো । (আমাকে যখনই ডাকবে তখনই চলে আসবো)

ছ) তাহো জখন পাওয়া জায়না তখন কহেচে কোৎদুর বো? (তবুও যখন পাওয়া যায়না তখন বলছে কতদূর?

জ) জখোন বঢ়াছি তখোনএ জল পড়ছে । (যখন বেড় হচ্ছি তখনই বৃষ্টি পড়ছে)

ঝ) জখোন বুড়ার মরন খবর পান্অ বাফু তখোন হামার দোনো মানশের হাইরে কান্দোন । (যখন বুড়োর মৃত্যু সংবাদ পেলাম তখন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ভীষণ কান্না)

ঈ) জুদি/ তাল্যে / তালি / তাহালি

ক) জুদি খালে জলটা না হোতো তালেই আলুটা পোচতনা । (যদি শুধু বৃষ্টি টা না হোত তাহলেই আলুটা পচতো না)

খ) তুই জুদি জাশ তালে মুইঅ জাম্ । (তুই যদি যাশ তাহলে আমিও যাবো)

গ) জুদি না পারো তালে মোর নামে কুকুর পুশিশ । (যদি না পারি তাহলে আমার নামে কুকুর পুশিও)

ঘ) জুদি গাহোন হয় তালে ব্যাড়াবা আশেন । (যদি যাত্রা হয় তাহলে বেড়াতে এসো)

ঙ) হামরা জুদি খাড়ে থাকি তালি হামাক শুনি শুনি কথা শুনাবে । (আমরা যদি দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে আমাদের শুনিয়ে কথা বলবে)

চ) তোমরা জুদি আগে জাবা চাহেন বাফু তালে হামাখো আগে জাবা হয় । (তুমি যদি আগে যেতে চাও তাহলে আমাকেও যেতে হয়)

উ) জেলা / শেলা

ক) জেলার জর্মের ঠিক নাই শেলা আশছে পাড়াৎ । (যাদের জন্মের ঠিক নেই তারা এসেছে পাড়ায়)

খ) জেলা পারবুনা শেলা কামোৎ হাত দেশ ক্যানে । (যে কাজ পারবেনা সে কাজে হাত দাও কেনো)

গ) জেলা বাড়িৎ নাইনের আলো আছে শেলা বাড়িৎ নাইন চলে গেলে ব্যাজাই অশুবিদা । (যেসব বাড়িতে বিদ্যুতের আলো আছে বিদ্যুৎ চলে গেলে ভীষণ অসুবিধা হয়)

ঘ) জেলা বাড়িৎ মাগী মরদে মিল নাই শেলা বাড়িৎ আটন নাই । (যেসব বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল নেই সেসব সংসারে কুলোয় না)

ঊ) অন্যান্য

ক) তুই জি কোহুলু ভুইয়ৎ আশবুনা । (তুমি যে বললে জমিতে আসবেনা)

খ) মন্টু টাও বাড়িৎ নাই জি অ্যাকেনা দোকান থাকে নিয়া আশিবি । (মন্টুটাও বাড়িতে নেই যে একটু দোকান থেকে নিয়ে আসবে)

গ) ক্যান তুই কোহুবা পাইনি জি তোর ভায়াটার ওশুক । (কেনো তুমি বলতে পারোনি যে তোমার ছেলে/মেয়েটির অসুখ)

ঘ) হামরা খেয়াল করিনি জি অয় দ্যাখা পাছে হামাক। (আমরা লক্ষ করিনি যে ও আমাদের দেখতে পেয়েছে)

ঙ)জাক কোহুবু তাহে বিশাশ কোরবি। (যাকে বলবি সেই বিশ্বাস করবে)

চ) জেই শোন্দা নাকবি সেই ঝগড়া নাগে জাবি। (যখনই সন্ধ্যা লাগবে তখনই ঝগড়া লেগে যাবে)

ছ) জায় কোহিবা পাবি তাহে পাবি । (যে বলতে পারবে সেই পাবে)

জ) জেই কহা ওমনি দৌড় । (যেই বলা ওমনি দৌড়)

ঝ) জেই মানুশ আতত ভয়ে বাইঢ়ায়না অক তুই কুঠি জাবা কোছি ? (যে মানুষ রাতে ভয়ে বেড় হয়না ওকে তুমি কোথায় যেতে বলছ ?)

ঞ) জ্যামন অর বাপ নিশা খাকা তেমন বেটাটাও হোচে মাতাল । (যেমন ওর বাবা নেশা খোর তেমন ছেলেটাও হয়েছে মাতাল)

ট) জ্যামন মাগী ত্যামন মরদ কেউ কম নোহয় । (যেমন স্বামী তেমন স্ত্রী কেউ কম নয়)

ঠ) জেপাকেই জাবু দেকবু পোল্টি মুরগী খাচে । (যেদিকেই যাবে দেকবে পোল্ট্রি মুরগী খাচ্ছে)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

অ) জেরহম / শেরহম

ক) জেরহম পিলে রাকবা শেরহম পিলেই রাকতে পারবা । (যেরকম ভাবে রাখতে চাইবে সেরকম ভাবেই রাখতে পারবে)

খ) জেরহম আমার পোলা শেরহম বোউ পাইনাই । (আমার ছেলে যেমন তেমন বৌমা পাইনি)

গ) জেরহন শার ঢালবা শেরহম দান পাবা। (জমিতেযেরকম সার প্রয়োগ করবে সেরকম ধান পাবে)

ঘ) জেরহম দ্যাকতে হুন্দার শেরহম নেহা-পড়া জানলে কাম ঐত। (দেখতে যেমন সুন্দর পড়া-লেখা সেরকম জানলে কাজ হোত)

আ) জদি / জতি/ তাইলে /তালি / হ্যালে

ক) তুমি জদি আইসো তাইলে আমি জামু। (তুমি যদি আসো তাহলে আমি জাবো)

খ) দ্যাওয়ায় জতি কাইলা ধরে তাইলে আশফানা। (বৃষ্টি হলে এসো না)

গ) ফকেটে জদি ট্যাহা থাহে তালি বন্দুর অবাপ অয় না। (পকেটে যদি টাকা থাকে তাহলে বন্ধুর অভাব হয়না)

ঘ) গাঙের জল জদি আর দুই আত বাড়ে তাইলে বিফৎ।(নদীর জল যদি আর দুই হাত বাড়ে তাহলে বিপদ)

ঙ) আর বিগা দুয়েক জদি কাটপার পারি তাইলে দান কাটা শ্যাশ। (আর বিঘা দুয়েক যদি কাটতে পারি তাহলে ধান কাটা শেষ)

চ) আটে জদি জাও তাইলে উরুম নিয়া আশপা । (হাটে যদি যাও তাহলে মুড়ি নিয়ে এসো)
ছ) আমি জদি গান হরি তোমারে তালি নাচতি ওইবো । (আমি যদি গান করি তোমাকে তাহলে নাচতে হবে)

ই) জ্যামন / ত্যামন

ক) তুমি জ্যামন চালাক তোমার পোলা ত্যামন অয় নাই।(তুমি যেমন চালাক তোমার ছেলে ওরকম হয়নি)
খ) জ্যামন কতা কবা ত্যামনই হোনা জাইবো । (যেমন কথা বলবে তেমনই শোনা যাবে)
গ) জ্যামন কইরা ফিরতা চাও ত্যামন কইরাই দিমু। (যেমন করে ফেরত চাও তেমন করে ফেরত দেবো)
ঘ) জ্যামন হোইশ্যা ত্যামন দাম পাইলাম না । (যেমন সরষে তেমন দাম পেলামনা)

ঈ) জেহানে / জ্যানে / হেইনে / শেহানে / জ্যানে / শ্যানে / হেনে

ক) জেহানে জাবা ভালো কইরা থাকপা । (যেখানে যাবে ভালো ভাবে থেকো)
খ) জ্যানে বড়ো শংশার হেনেই ঝামেলা । (যেখানে বড়ো সংসার সেখানেই ঝামেলা)
গ) অর নাগাল ক্যাঞ্জাম করা মানুশ জ্যানে জাবে শেনেই ক্যাঞ্জাম কোরবো । (ওর মতো ঝামেলা বাজ মানুষ যেখানেই যাবে সেখানেই ঝামেলা করবে)
ঘ) জেহানে জেহানে শাব মার্শাল বইছে শেহানে শেহানে টিপকলে জলের টান পড়সে । (যেখানে যেখানে সাব মার্শাল বসেছে সেখানে সেখানে টিউবলে জলের টান পড়েছে)
ঙ) জ্যানে জাতি কোও হেনেই জামু । (যেখানেই যেতে বলবে সেখানেই যাবো)

উ)জহন / জহুন / তহন / তহুন

ক) জহন খারাপ কিছু দ্যাকবা তহন আমারে কবা।(যখন খারাপ কিছু দেখবে তখন আমাকে বোলো)
খ) আমি জহন কিলাশ ফোরে পড়ি তহন আমার বিয়া ওইলো । (আমি যখন ক্লাশ ফোরে পড়ি তখন
গ) জহুন দ্যাকলাম ভাব খারাপ তহুন পলাইসি । (যখন দেখলাম ভাব খারাপ তখন পালিয়েছি)
ঘ) আমি জহন সোডো তহন আমার বাবায় মরশে। (আমি যখন ছোটো তখনই আমার বাবা মারা গেছে)
ঙ) জহন আমার বিয়া তহন আমার বয়াশ ত্যারো । (যখন আমার বিয়ে তখন আমার বয়স তেরো)
চ) জহন আম পাকবো তহন আশপা কলাম । (যখন আম পাকবে তখন এসো কিন্তু)
ছ) জহন হিন্দুস্তান পাকিস্তান অয় তহন আইসি । (যখন হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয় তখন এসেছি)

ঊ) অন্যান্য

ক) জেকালে ডাকপা হেকালে আমু । (যেসময় ডাকবে সে সময় আসবো)
খ) জেগুনা পারবানা শেগুনা করতে জাও ক্যা । (যেগুলি পারবেনা সেগুলি করতে যাও কেনো)

গ) জেমনি বুড়গা মোরগা গ্যালো তেমনি শব শ্যাশ । (যেমনি বুড়ো মারা গেলো ওমনি সব শেষ)
ঘ) তুই জা কচ্ তাইই অইবো । (তুমি যা বলছ তাইই হবে)
ঙ) আমরা বুড়ুয়া বুড়ি যত্ শোমা বাচিয়্যা আসি তৎ শমা শবুর অরিয়া থাক্ । (আমরা বুড়ো বুড়ি যত দিন বেঁচে আছি তত দিন ধৈর্য ধরে থাক)
চ) জেকতা কলি আমার রাগ ওডে হেকতা কবানা কলাম । (যে কথা বললে আমার রাগ ওঠে সে কথা বলবেনা বললাম কিন্তু)
ছ) জেটুক জমি আমি পামু শেটুক জমিই আমারে মাইপা দ্যাও । (যেটুকু জমি আমি পাবো সেটুকু জমিই আমাকে মেপে দাও)
জ) জে তামাত গাশ উডাইসো হে তামাতই থাউক আর উডাইতে ওইবোনা।(যত টুকু ঘাস উঠিয়েছো তত টুকুই থাক আর উঠাতে হবেনা)

৫.৩. যৌগিক বাক্য

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

অ) কিন্তু / কিন্তুক

ক) অয় বাড়িতে আছে কিন্তুক কন্নি কোরবিনা। (স্ত্রী লোকের ক্ষেত্রে কাজ করাকে কন্নি বলা হয়ে থাকে ও বাড়িতে আছে কিন্তু কাজ করবেনা)
খ) জল ভালোয় হোচিল বো কিন্তুক আলশামির তকনে মাটি কোনা গাড়বা পালিনা। (বৃষ্টি ভালোই হয়ে ছিল কিন্তু অলসতার জন্য জমিতে ধান লাগাতে পারেনি)
গ) তোক জাবা হোবি কিন্তুক নাতেন মুই জামনা। (তোকে যেতে হবে কিন্তু নাতো আমি যাবোনা)
ঘ) অয় ফের বিহা কোরবা চাহেচে কিন্তুক বহু ঢুরে পায়না। (ও আবার বিয়ে করতে চাচ্ছে কিন্তু পাত্রী খুঁজে পাচ্ছেনা)
ঙ) ধান বাড়ি পোকা নাগে গ্যালো কিন্তু টাকা ব্যাগোড় বিষ দিবা পান্অ না বো। (ধানের জমিতে পোকা লেগে গেলো কিন্তু টাকার অভাবে বিষ প্রয়োগ করতে পারলামনা)

আ) তাও / তাহো

ক) অ্যাতো কোরে কোহিন তাহো আশিলেন না বো। (এত করে বললাম তবু এলেন না কিন্তু)
খ) শব শ্যাশ হয়া গ্যলো তাহো তোমার হুশ হয়না। (সব শেষ হয়ে গেলো তবুও তোমার হুঁশ হয়না)
গ) তিনটা ব্যাটার বহু তাহো বুড়ার জতন নাই। (তিনটি পুত্রবধূ তবুও বৃদ্ধটির যত্ন নেই)
ঘ) ব্যাটা গুলা কাম খাটোন শোগ করছে তাহো আটোন নাই। (ছেলে গুলো কাজ কর্ম সবই করছে তবুও অভাব মেটে না)
ঙ) আমকেলি নাগে গিছে তাহো জল হবা চাহেনা। (রামকেলির মেলা শুরু হয়েছে তবুও বৃষ্টি হচ্ছেনা)
চ) গালা করেননা কহোচো তাহো শুনা পাননা। (আওয়াজ কোরোনা বলছি তবুও শুনতে পাচ্ছনা)
ছ) কম ঘোকোন খাচে তহো পোড়বা চাহেনা। (কম চাপ দিচ্ছি তবুও পড়তে চাচ্ছে না)
জ) কহেচো মুই নেইনি তাও আপন পোত্তে মোক খালে গালাছে। (বলছি আমি নেইনি তবুও আপন খেয়ালে আমাকে গালি দিয়েই চলেছে)

ই) আর (একই বাক্যে দুই বার 'আর '-এই সংযোজযক অব্যয় টির প্রয়োগ হতে দেখা যায়)

ক) অহ জাবি আর মুহ জাম আর ক্যাহ জাবিনা। (ও যাবে আর আমি যাবো আর কেউ যাবেনা)

খ) নিধিনি মুই চলি জাছো আর তুই কখন জাশ ভালা। (নে দেখি আমি চলে যাচ্ছি আর তুই কখন যাস দেখি)

গ) পোহাতে উঠে খালে আগিনা শান্টিবি আর থাল মাঞ্জিবি আর কেচ্ছু করবি না । (সকালে উঠে শুধু উঠোন ঝাড় দেবে আর থলা মাজবে আর কিচ্ছু করবে না)

ঘ) একুনা কাম করি হিপি জাছি আর তুই মানশের কাম কোরবা জাবা চাছি । (এটুকু কাজ করেই পরিশ্রান্ত আর তুমি যেতে চাচ্ছ পরের বাড়ি কাজ করতে)

ঙ) ম্যালায় গাহোন হোলি বাফু আর হোবিনা । (অনেক গান হল বাপু আর নয়)

চ) মুই কন্নি করিম আর মাচকি নক করে বশে থাকবি , এধান করে হয় ? কহোধিনি বাফু। (আমি কাজ করবো আর মেজোজন চুপ করে বসে থাকবে এরকম করে হয় ? বলো দেখি বাপু)

ঈ) নাতেন

ক) দিবু দি নাতেন চলে জাছো। (দিলে দাও নাতো চলে যাচ্ছি)

খ) ইস্কুলত জা নাতেন বাড্ঢান খাবু । (ইসাকুলে যা নাতো মার খাবি)

গ) জিতুয়াৎ জাবা হোত নাতেন মাওঘরে মন খারাপ হোয়ে জাবি। (জিতুয়া অষ্টমীতে যেতে হবে নাতো মা-বাবার মন খারাপ হবে)

ঘ)আরো পাকাবা হোবি নাতেন কাঠোলটা মিষ্টি হোবিনা। (আরো পাকাতে হবে নাতো কাঠালটি মিষ্টি হবে না)

ঙ) জি ভাগ্যে ওশত আনলেন নাতেন অশোবিদা হোয়ে জাতো শয় । (বুদ্ধি করে ওষুধ না আনলে বেশ অসুবিধে হয়ে যেত)

উ) অন্যান্য

ক) বেটিক নিয়ে আশার তকনে গাজোল গিছিনু। (মেয়েটাকে নিয়ে আসার জন্য গাজোল গিয়েছিলাম)

খ) ধান নাগেবার তকনে মাহাজন কোরবা হোলি । (জমিতে ধান লাগাবার জন্য ঋণ করতে হলো)

গ) তুই নিন্দাবু না জাবু কহেক । (তুমি ঘুমোবে না যাবে বলো)

ঘ) কথা শুনবুনা কামেই বকিবি । (কথা শুনবি না তো বকবেই)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

অ) কিন্তু

ক) হক্কালেত্তা বইসা রইছি কিন্তু হে তো আইলোনা। (সকাল থেকে বশে আছি কিন্তু সেতো এলোনা)

খ) হার হুর ব্যাবাক ভালোই দিসি কিন্তু ধান ভালো পাইলামনা। (সার ভালো প্রয়োগ করেও ধান ভালো পেলামনা)

গ) ক্ষ্যাতে পৈরাত নাগাইসি কিন্তু কয়জোনা আইলো কিজানি। (জমিতে মজুর লাগিয়েছি কিন্তু কতজন এলো কিজানি)

ঘ) পহিরে ম্যালাডি মাশ সারলাম কিন্তু জাল ফ্যালাইসি পর মাস পাইনা। (পুকুরে অনেক মাছ ছাড়লাম কিন্তু জাল ফেলার পরে মাছ পাচ্ছিনা)

ঙ) তুমি আতি চাইয়া কিন্তু আইলানা। (তুমি আসতে চেয়েও কিন্তু এলেনা)

আ) তেমু / তাও

ক) ব্যবাক ওশত খাইলাম তেমু কাম ওইলোনা। (সমস্ত ওষুধ খেলাম তবু কাজ হোল না)
খ) তামান দিন বইসা রইলাম তেমু তুমি আইলানা। (সমস্ত দিন বসে থাকলাম তবু এলেনা)
গ) হালার কামে বসপার হোময় পাইনা তেমু মন বরে না। (কাজে বসার সময় পাইনা তবুও মন ভরেনা)
ঘ) জাতি কলাম তেমু তো গ্যালানা । (যেতে বললাম তবুও গেলেনা)
ঙ) বিহানা গোনে হালবাইতাচৎ তাও শ্যাশ করতে পারলানা । (সকাল থেকে হাল বাইছ তবুও শেষ করতে পারলেনা)

ই) নাইগা / তারলাইগা

ক) ব্যাবাক কিসুর মইদ্ধে ভ্যাজাল হেয়ার নাইগাই তো গ্যাস গুশ হারেনা। (সমস্তকিছুর মদ্ধে ভেজাল তার জন্যইতো গ্যাস সারছেনা)
খ) পোলাডার কদিন ধইরা জর তারলাইগা খাওয়ার ইসসা নাই। (ছেলেটির কদিন ধরে জ্বর তার জন্য খাওয়ার ইচ্ছে নেই)
গ) মেয়ার বিয়া দিসি তারনাইগা অবাবে পড়সি। (মেয়ের বিয়ে দিয়েছি তাই অভাবে পড়েছি)

ঈ) তাইলে / হ্যালে / তার হ্যালে

ক) কও তুমি পূজায় আশফা তাইলে আমুও জাবো। (বলো তুমি পূজায় আসবে তাহলে আমিও যাবো)
খ) এবার ক্ষ্যাতের দান জতি ভালো ভালোয় উডাইতে পারি হ্যালে টি.বি. নেবো। (এবার জমির ধান ভালো ভাবে তুলতে পারলে টেলিভীষণ নেবো)
গ) এবার জতি ফাশ করশ তাইলে ছারকেল কিনগা দেবো। (এবার যদি পাস করতে পারিস তাহলে সাইকেল কিনে দেবো)
ঘ) আগে কাম কোরগা দ্যাহা তার হ্যাশে টাহা পাবি। (আগে কাজ করে দেখা তার পর টাকা পাবি)
ঙ) হ্যাশ কালে কইলা পারবোনা , হ্যালে আমি কইলাম ভারী বিফতে পড়বো । (শেষে বললে পারবোনা , তাহলে কিন্তু আমি ভীষণ বিপদে পড়বো)

উ) আর

ক) পাকোয়া জামু আর চোলগা আমু । (পাকুয়া যাবো আর চলে আসবো)
খ) তুমি খালি আমারে নামডা কইয়া দেবা আর কিস্যু করা লাগবে না , আমি দেইককা নেবো । (তুমি শুধু আমাকে নামটা বলে দেবে আর কিছুই করা লাগবে না , আমি দেখে নেবো)
গ)টাহা পয়শা নিয়া গ্যালা আর তো দ্যাহা করলানা।(টাকা পয়সা নিয়ে গেলে আর তো দেখা করলেনা)
ঘ) তোমারে জা দিশি দিশি আর পাবানা । (তোমাকে যা দেওয়ার দিয়েছি আর পাবেনা)
ঙ) আষ্টসের চাইল দ্যাও আর তিন শ্যার ডাইল দ্যাও । (আট কেজি চাল দাও আর তিন কেজি ডাল)

ঊ) নাতো / নয়তো

ক) আমারে কয়টা গয়া দেবা নাতো কিলাবো ধইরা।(আমাকে কয়েকটি পেয়ারা দিও নাতো কিলাবো)
খ) টাহা খুরচা দ্যাও নয়তো শদাই নিমু ক্যাম্বালে। (টাকা খুচরো দাও নয়তো আমি বাজার করবো কিকরে)
গ) কাইল কইলাম আমার ক্ষ্যাতে হাল দেবা নাতো বালা ওইবোনা । (কাল আমার জমিতে হাল দিও নয়তো ভালো হবেনা)
ঘ) তত্তরি খাইতে দ্যাও নাতো নাখাইয়া ক্ষ্যাতে চোলগা জামু ।(তাড়াতাড়ি খেতে দাও নইলে নাখেয়ে জমিতে চলে যাবো)
ঙ) গাঙে নাইতে জাইয়া হাতার দিবিনা কইলাম নাতো পিডাবো। (নদীতে স্নান করতে গিয়ে সাঁতার কাটবিনা বললাম নয়তে পিটাবো

৬. বাক্যের শ্রেণিবিভাগ : ভাবগত দিক

চলিত বাংলার মতো ভাবগত দিক থেকে নির্দেশ সূচক, প্রশ্নাত্মক, আদেশ বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের প্রয়োগ স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় কথ্যবাংলায় রয়েছে ।

৬.১. নির্দেশসূচক বাক্য

নির্দেশসূচক বাক্যের সদর্থক ও নঞর্থক উভয় প্রকার বাক্যেরই প্রয়োগ দেখা যায় ।

৬.১.১. সদর্থক বাক্য

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) হামরা ভুল করে দিছি বো । (আমি ভুল করে দিয়েছি)
খ) পাকআ হাটোৎ বাগন নিয়ে যাবা হোবি দ্যা। (পাকুয়া হাটে বেগুন নিয়ে যেতে হবে)
গ) পোবিনক থাকবা কোহিচিনু । (প্রবীণকে থাকতে বলেছিলাম)
ঘ) ঢেদ্দুর থাকে আশিন্অ । (অনেক দূর থেকে এলাম)
ঙ) ব্যাজাই ক্যানেবা ওদ্দি করছে । (ভীষণ রোদ্র কেন যেন করছে)
চ) ঢাল্লা মানুশ হাটোৎ জাছে । (অনেক মানুষ হাটে যাচ্ছে)
ছ) হামার বাড়িৎ মোনশা পুজা হয় । (আমাদের বাড়িতে মনসা পূজা হয়)
জ) তোমার এপাকে হাইরে গরম শয় । (তোমাদের এদিকে একেবারে ভীষণ গরম)
ঝ) বাড়িৎ থাকে দ্যাখা জায় । (বাড়ি থেকে দেখা যায)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) বড়দায় পাকোয়া গ্যাসেগা । (বড় দাদা পাকুয়া গেছে)
খ) ওই মুড়া দিয়া আইলাম । (ওই দিক দিয়ে এলাম)
গ) আশার মাশে তো বিষ্টি ওইবোই । (আষাঢ় মসে তো বৃষ্টি হবেই)
ঘ) মঙ্গলবার কোইরা পাকোয়া বড় আট অয় । (মঙ্গলবার করে পাকুয়া বড় হাট বসে)
ঙ) মানিক মাস্টারে ভারী গপ্প অরে । (মানিক মাস্টার বেশ গল্প করে)
চ) ম্যালাডি মানু আটপার নইছে । (অনেকগুলি মানুষ হাটছে)

ছ) হারাডা দিন ধইরা পাট ক্যালাইবার নইছি। (সমস্ত দিন ধরে পাট ছুলছি
জ) হ্যডা বালো আল বাইবার পারে। (সে ভালো হাল বাইতে পারে)
ঝ) ম্যালাখুন ধইরা আটসি। (অনেকক্ষণ ধরে হাটছি)

৬.১.২. নঞর্থক বাক্য

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) এলা মোর শজ্য হবেনা কোহিনু। (এসব আমার সহ্য হবেনা বললাম)
খ) এন্না আর বেশি দিন থাকা হোবিনা , বাৎ জাবা হোবি)
গ) তোমাক বাফু আর টাকা দিবা পাম্অনা। (তোমাকে বাপু আর টাকা দিতে পারবোনা)
ঘ) ছোড়িটা কথায় ক্যানেবা বোঝেনা। (মেয়েটি কেন যেন কথাই বুঝতে চায়না)
ঙ) থাকবায় চাহেনা জাওইটা। (জামাই থাকতেই চায়না)
চ) এবারকা ভুইয়ৎ কন্নি কোরুম না। (এবছর জমির কাজ করবোনা)
ছ) বাগন ঘাটি ভাত আর খাবায় মনায়না। (বেগুনের ঘন্ট ভাত আর খেতে ইচ্ছে করে না)
জ) আত্ করি ক্যানেবা নিনয়্যা নাই চোখৎ। (রাত করে কেন যেন চোখে ঘুমই নেই)
ঝ) মানশের শতে কাজিয়া জিনিশটা খোপ অ্যাকটা ভালো কাম নহে। (মানুষের সাথে গণ্ডগোল করা খুব একটা ভালো কাজ নয়)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) মানশের হাতে ক্যঞ্জাম করা বালা না। (মানুষের সাথে গণ্ডগোল করা ভালো নয়)
খ) শন্দা ব্যালা জাওয়া জাইবো না। (সন্ধ্যের সময় যাওয়া যাবেনা)
গ) মাইদ্যমিক ফাশ কত্তি ফারিনাই। (মাধ্যমিক পাশ করতে পারিনি)
ঘ) গণশায় আর পৈরাত টৈরাত দ্যায়না। (গণেশ আর দিনমজুর খাটেনা)
ঙ) শ্যালো সাড়া জল দিবার কায়দা নাই। (শ্যালো ছাড়া জল দেবার কোন ব্যাবস্থা নেই)
চ) বিডিডা খায়ইনা কিস্যু। (মেয়েটি কিছুই খেতে চায়না)
ছ) মড়াইগা বাড়ি নাই। (মড়াই বাড়িতে নেই)

৬.২. প্রশ্নাত্মক বাক্য

প্রশ্নাত্মক বাক্যের ব্যবহার যথেষ্ট রয়েছে। স্থানীয় কথ্যবাংলায় প্রশ্নসূচক সর্বনাম গুলি হল - ক্যা, কায়, ক্যাহো, কুন্ঠি, কুঠি, কুন্না, কুন, কিবা, কার, ক্যার, কাক, কখোন, কির্কম, কেরকম, কামার, কোতুলা, কোৎদূর, কিধান, কিত্যা, কেঙকরি, ক্যানে, কুৎথাকি, কি, কয় ইত্যাদি। অভিবাসিত কথ্যবাংলায় প্রশ্ন সূচক সর্বনাম গুলি হল- কি, কয়, কেডা, ক্যাডা, ক্যারা, কহন, কহ্ন, কোহান, ক্যাম্বালে, কুনপিলে, ক্যামন, কুন, কোই, কোত্থোন, কোহান গোনে, কুনমুড়া, কত্অ ইত্যাদি ।এই প্রশ্নসূচক গুলির অবস্থান বাক্যের যেকোন স্থানে হতে পারে। তবে অনেক সময় শুধুমাত্র ক্রিয়া পদের উপর জোর দিয়েও প্রশ্নাত্মক বাক্য হতে পারে। যেমন খালু ?, খাইলা ?, (খেয়েছো ?)।

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) হাগ্যা অর ফের কটা ভায়া গ্যা ? (ওর আবার কয়টি ছেলে মেয়ে ?)
খ) এন্না নামবু নাকি টি ? (এখানে নামবে নাকি ?) নারীর ভাষায়
গ) কিধান জাওই দেকল্যান কহো ভালা ? (কিরকম জামাই দেখলে বল ?)ব্যবহৃত
ঘ) এঠি মোরবার জাগা পাছি নয় ? (এখানে ঝামেলা করবার যায়গা পেয়েছ?)
ঙ) তোরা দুটায় বহিন নাকি গ্যা ? (তোমরা দুবোন ,তাইনা ?)
চ) তোমাক আগে নিয়ে জাবি না পাছে ? (তোমাকে আগে নিয়ে যাবে না পরে ?)
ছ) কখোন জাবা কোহিচিল ? (কখন যেতে বলেছিল)
জ) ক্যার বাৎ মরা মরছ্যা তে ? (কাদের বাড়িতে মানুষ মরেছে ?)
ঝ) কি তকারি ভাত খাচেন বো ? (কি তরকারি ভাত খাচ্ছ ?)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়
ক) আমার ট্যাহাডা কি দেবা ? (আমার টাকাটা কি দেবে ?)
খ) শাম দাদার মেয়া কয়ডালো ? (শ্যাম দাদার মেয়ে কয়টি গো ?)
গ) তোমাগো ওহানে কহুন জামু ? (তোমাদের ওখানে কখন যাবো ?)
ঘ) কোহানতা বোড়োই নিয়া আচ্চোস ? (কোথা থেকে কুল নিয়ে এসেছো ?)
ঙ) ক্যাবা আইলারে ? (কিভাবে এলিরে ?)
চ) অহন আইছা নাকি ? (এখন এলি নাকি ?)
ছ) কোহান গোনে আইছা ? (কোথাথেকে এসেছিস ?)
জ) আমার বুন্ডিরে মারসে কেডারে ? (আমার বোনকে কে মেরেছেরে ?)
ঝ) আরে তুমি কতো নেবা হেইডা কোও ? (আরে তুমি কত নেবে সেটা বলো ?)
ঞ) তুমি কি কইলা ? (তুমি কি বললে ?)

৬.২.১.সর্বনাম সাপেক্ষে

স্থানীয় কথ্যবাংলায়
ক) কায় কোহিল ? (কে বলল ?)
খ) কুন্ঠি থাকে আলেন ? (কোথাথেকে এলে ?)
গ) ক্যার বল ধান খাচে বো ? (কার গোরু ধান খেয়েছে গো)
ঘ) অয় কখন জাবি ? (ও কখন যাবে ?)
ঙ) ক্যারে ভগনপোত নাকিরে , কুন দিন আহিচি ? (কে ভগ্নি পতি নাকি ?)
চ) হাবো তোরা কুঠিক্যার মানুশ বো মল্লের ব্যাটা ? (হ্যাগো তুমি কোথাকার মানুষ গো ?)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়
ক) তোমরা কোই জাইতাছো ? (তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?)
খ) ক্যারা কোইলো আমি নিসি ? (কে বলল আমি নিয়েছি ?)
গ) ও খুরো কোহানে জাবা ? (ও খুরো কোথায় যাবে ?)
ঘ) আলু ক্ষ্যাতে আগসে কেডা ? (আলুর জমিতে পায়খানা করেছে কে ?)

৭. বাক্য: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

ভাষিক অঞ্চলের কথ্যবাংলায় চলিত বাংলার মতোই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাক্যের ব্যবহার রয়েছে। তুলনায় প্রত্যক্ষ বাক্যের ব্যবহার বেশি হলেও বিবৃতি মূলক বাক্যে পরোক্ষ বাক্যের ব্যবহার যথেষ্টই আছে।

৭.১. প্রত্যক্ষ বাক্য

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) কান্দুরু কহেচে , " মোক আচকা ভুইয়ৎ জাবা মনায়না।" (কান্দুরু বলছে , " আমাকে আজকে জমিতে যেতে ইচ্ছে করছে না। "

খ) অয় কহিল , " মুই ভাটি ব্যালা জাম , অ্যাঙকা জাবা পামনা।"(সে বলল," আমি বিকেলে জাবো এখন যেতে পারবো না)

গ) খিটকালুর মাও কহেচে , " মোর হাতত ব্যাদেনা কেংকারে জাম। " (খিটকালুর মা বলছে , "আমার হাতে ব্যাথা কেমন করে যাবো। ")

ঘ) তংকা কিবা কহিল , " ওববারে আগা ব্যালা দ্যাখা করুম।" (তখন ইয়ে বলল , " রবিবারে দুপুরের আগে দেখা করবো ")

ঙ)তংকা শুনে মড়ল কহেচে,"তালে তোমার তো দোশ নাইরে বাফু, খনকায় তোমাক গালাবি ক্যানে।" (তখন শুনে মণ্ডল বলছে,"তাহলে তোমাদের তো দোশ নেই,শুধু শুধু তোমাকে বকবে কেন)

চ) কোলার ছোয়ালটা কহেচে,"বাগে মুই ক্যাক খাম্।"(কোলের সন্তানটি বলছে, "বাবা আমি কেক্ খাবো ")

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) ছোডো পোলায় কয় , " আমি আর এক লগে থাহুমনা। " (ছোটো ছেলে বলছে ," আমি আর এক সঙ্গে থাকবোনা ")

খ) ডাক্তাররে কইও ," আমারে ইংরেশন দ্যাও।" (ডাক্তারকে বোলো," আমাকে ইঞ্জেকশন দাও")

গ) খোকোনগায় কইলো ," তাইলে তো আইজি জামু।"(খোকন বলল ," তাহলে তো আজি যাবো ")

ঘ) ভডভডি আলায় কয় ," আমার গাড়ি সারতে দেরী আসে। " (ভডভডি ওলা বলছে ,"আমার গাড়ি ছাড়তে দেরী আছে ")

ঙ) আমার বউ কয় , " আমার কতা তো ঐ রহমই হোনা জায়। " (আমার বউ বলছে ," আমার কথা তো ওরকমই শোনা যায় ")

চ)হে কইলো,"আমার মিশিংডা খারাব ঐয়া গ্যাসে।"(সে বলল,"আমার মেশিনটি খারাপ হয়ে গেছে")

৭.২. পরোক্ষ বাক্য

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) অয় কহেচে জি অহ জাবি। (সে বললছে যে সেও যাবে)

খ) অরা কহেচে জি অমাখও ঘাশ উঠাবা নিবা হোবি। (ওরা বলছে যে ওদেরকেও ঘাস উঠানোর কাজে নিতে হবে)

ঘ) জাওই কোঠাৎ চড়ো তো বো । (জামাই কোঠাতে চড়ো তো)
ঙ) জাতো কিবাক ডাকে নিয়া আয় । (যাতো ওকে ডেকে নিয়ে আয়)
চ) চ্যাঙড়াটাক গাও ধোয়ান তোবো । (ছেলেটাকে স্নান করিয়ে দিও তো)
ছ) এঠি ক্যাহো গালা করেন না । (এখানে কেউ জোরে কথা বলবে না)
জ) কিবার গোরোত্ জাবু দ্যা । (ওর কাছে যেও হ্যাঁ)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়
ক) চল্ অহনে জাই । (চল্ এখন যাই)
খ) আলো বয় , অহন জাওয়া নাকবেনা । (আরে বস এখন যেতে হবে না)
গ) তুই এ মুড়া থাক আমি ও মুড়া জাই । (তুই এমাথা থাক আমি ও মাথা যাই)
ঘ) তোর বাপরে ডাক । (তোর বাবাকে ডাক)
ঙ) আমারে খাতি দ্যাও । (আমাকে খেতে দাও)
চ) শিগগির দোহানে জা । (শীঘ্র দোকানে যা)
ছ) মিশিংডারে ইস্টাট দে । (মেশিনটা স্ট্রাট দে)

৬.৩.২.ভবিষ্যৎ কাল তুচ্ছার্থে

এই অঞ্চলের স্থানীয় কথ্যবাংলায় সর্বনাম পদের বিশেষ বৈশিষ্ট হলো সম্মানার্থে ' আপনি'র ব্যবহার নেই । সেক্ষেত্রে ' তোমরা ' সর্বনামটি ব্যবহৃত হয় । আবার ক্রিয়া পদের উত্তর ন/এন ব্যবহারও নির্দিষ্ট অর্থে নয় ; কারণ (ন/এন) সম্মানার্থ ও তুচ্ছার্থ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে পারে । তাছাড়া এক বচন বহু বচন ও নির্দিষ্ট নয় ।
ক) কালকা তোরা খোচাকান্দর জান ।(কাল আপনি খোচাকান্দর যাবেন/ কাল তুই খোচাকান্দর যাস)
খ) তোমাক পশুকা কুদাল কামাবা হোবি । (তোমাকে / তোমাদেরকে পরশু কোদালের কাজ করতে হবে)
গ) দোনোঝোনায় চোখিৎ শোতেন । (দুই জনে চৌকিতে শুইয়ো)
ঘ) তুই জল ছেকবা জাশ । (তুই/ তুমি জল সেঁচতে যেয়ো /যাস)
ঙ) পোহাতে ভুইয়ৎ জাবু। (খুব সকালেই জমিতে যেয়ো)
চ) কালকা তোমরা আশেনরে । (কাল তোমরা এসো)
ছ) তোক্খে জাবা হোবি কোহুনু । (তোকেই যেতে হবে বললাম)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায় আদেশ বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে সাধারণ, সম্মানার্থ এবং তুচ্ছার্থ - ত্রিবিধ রীতিই লক্ষ করা যায় ।
ক) আপনে কাইল আমাগো বাড়ি জাইয়েন । (আপনি কাল আমাদের বাড়ি যাবেন)
খ) তোরে জাতি অবে কলাম । (তোকে যেতে হবে বললাম)
গ) তুমরা আমাগো ক্ষ্যাতে জাইও । (তোমরা আমাদের জমিতে যেও)
ঘ) তোরা হক্কালে আবি কইলাম । (তোরা সকালে আসিস বললাম)
ঙ) তোমার ধারে কলি পর কয়ডা দিয়া দিও । (তোমার কাছে বললে কয়েকটি দিয়ে দিও)
চ) আমাগো বাড়ি কয়ডা লবন বাত খাইয়া আইসো । (আমাদের বাড়ি একটু লবন ভাত খেয়ে এসো)
ছ) আষ্ট শের চাউল নইয়া আশপি । (আট কেজি চাল নিয়ে আসবি)

ঙ) ও মুড়া দিয়া ক্যারা জায় ? (ও দিক দিয়ে কে যায় ?)
চ) কোত্থোন আইলা ? (কোথাথেকে এলে ?)
ছ) ক্যান আমারে জাতি কছ ক্যান ? (কেন আমাকে যেতে বলছ কেন ?)
জ) ক্যারা ক্যারা আচত ? (কে কে আছিস ?)

৬.২.২. সর্বনাম নিরপেক্ষ

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) ক্যাহোকো কহুবুনা দ্যা ? (কাউকে বলবেনা বল ?)
খ) পাক্আ জাবা চাহেচেন বুজিন ? (পাকুয়া যেতে চাইছো বুঝি ?)
গ) তালে ভালোয় বুঝি আছেন ? (তাহলে ভালোই বুঝি আছো ?)
ঘ) খাতে দ্যায় ফের ? (খেতে দ্যায় আবার ?)
ঙ) নয়া বহুটা ভলোয় কন্নি করে নোহয় ? (নতুন বউটি ভালোই কাজ করে তাইনা ?)
চ) হা ভানু বেটির বিহা দিলু বেলে ? (হ্যা ভাই মেয়ের বিয়ে দিয়েছো বলে ?)
ছ) তোরা জাবা চাহিছিলেন তালে ? (তুমি যেতে চেয়েছিলে তাহলে ?)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) কাউরে কবানা কও ? (কাউকে বলবেনা বলো ?)
খ) তাইলে অহন জাতি অয় ? (তাহলে এখন যেতে হয় ?)
গ) নও তাইলে খাতি জাই ? (চলো তাহলে খেতে যাই ?)
ঘ) ওরে পোলা তুই বুণ্ডিরে আবারো মারচত্ ? (ওরে ছেলে তুই আবার বোনকে মেরেছিস ?)
ঙ) অহনি আইলা ? (এখনই এলে ?)
চ) পালালি এহিনতা ? (সরলে এখান থেকে ?)
ছ) হাইডা গ্যাসে ? (চলে গেছে ?)

৬.৩.১. আদেশ বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্য

স্থানীয় এবং অভিবাসিত উভয় কথ্যবাংলায় আদেশ বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে ক্রিয়া পদ ও সর্বনাম পদের ব্যবহারে কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট লক্ষ করাযায় ।

৬.৩.১. বর্তমান কাল

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) খালেন দালেন , কাম করো দ্যা। (খাওয়া দাওয়া হলো , কাজ করো)
খ) তোমরা বোস্তাটা ধরেন তো বো , হামরা ধান মাপি । (তুমি বস্তাটা ধরো তো , আমি ধান মাপি)
গ) অয় এঠি থাকুক , তোমরা ওদিগি জাও । (ও এখানে থাক , তুমি ওদিকে যাও)

গ) চেমঠু কহেচে জি অমার ডাঢ়াত মাটি ফেলবা দিবিনা । (চেমঠু বলছে যে ওদের ড্রেনে মাটি ফেলতে দেবে না)
ঘ) অক কহিবা হোত জি শকলার দিন শমান জায়না । (ওকে বলতে হত যে সবার দিন সমান যায়না)
ঙ) মাঝাবহু কহেচে অয় আগিনা শান্টিবা পাবিনা। (মেজোবউ বলছে ও নাকি উঠান ঝাড় দিবেনা)
চ) ইশমাইল কহেচিল অয়ও জাবি বো । (ইশমাইল বলছিল সেও যাবে)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) কাইলায় কইসিল হে জাইতে পারবেনা নে । (কালিয়া বলছিল সে যেতে পারবেনা)
খ) হ্যারে জাতি কলাম কলো কাইল জাইবো । (তাকে যেতে বললাম বলল কাল যাবে)
গ) পোলায় কইতাছে হ্যারে কেডা জেনু ডিলাইসে । (ছেলে বলছে ওকে কে যেন ঢিল মেরেছে)
ঘ) মায় বাবারে বাজারেততা আফেল আনবার কইসিল।(মা বাবাকে বাজার থেকে আপেল আনতে বলেছিল)
ঙ) হে আমারে জিগায় বায়রাত্তা কি কি আনসি । (সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে বাইরে থেকে আমি কি কি এনেছি)
চ) হেরা কোইলো তোমার লগে জাইবেনা। (তারা বলল তোমার সঙ্গে যাবেনা)

৮.বাচ্য

চলিত বাংলার মতোই এই অঞ্চলের কথ্যবাংলায় - কর্তৃ , কর্ম ও ভাববাচ্যের ব্যবহার লক্ষ করা যায় ।

৮.১. কর্তৃবাচ্য

এই অঞ্চলের কথ্যবাংলায় ব্যবহৃত কর্তৃবাচ্যে চলিত বাঙলার মতোই বাক্যে কর্তৃ, কর্ম ও ক্রিয়াপদ ক্রমানুসারে বসে।স্থানীয় কথ্যবাংলায় কর্তার উত্তর 'শূন্য','এ',বিভক্তি ছাড়াও'টা','কোনা' পদশ্রিত নির্দেশক এবং 'গুলা', 'গিলা',বিভক্তির প্রয়োগও দেখাযায় । আবার অভিবাসিত কথ্যবাংলায় কর্তার উত্তর'শূন্য', 'এ', 'য়', 'গুলা' বিভক্তি ছাড়াও ' ডা',' ডায়,''গা' এবং 'গায়' পদাশ্রিত নির্দেশক ব্যবহৃত হয় ।

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) মজিন হাল বোহাছে । (মজিন হাল বাইছে)
খ) কুকুর কামড়াইছ্যে । (কুকুর কামড় দিয়েছে)
গ) ছাগোল গুলা ঝালের গাচ খায়া ঠুটা করি দিলে । (ছাগল গুলি লঙ্কার গাছ খেয়ে ঠুটো করে দিল)
ঘ) ছোড়া গিলা হিল্লে জল গোদ্ধা করে দিলি। (ছেলে গুলো সাঁতরে জল ঘোলা করে দিল)
ঙ) বেচ্ছলটা ভালোয় গাহোন করিল বো। (স্ত্রী লোকটি ভালোই গান করল)
চ) গোরু গিলা জল খাচে । (গোরু গুলি জল খেয়েছে)
ছ) বকড়িটা খালে খায়ে ব্যাড়াছে । (ছাগলটি শুধু খেয়ে বেড়াচ্ছে)
জ) শকলায় পোখরত গাও ধুন্অ। (সবাই পুকুরে স্নান করলাম)
ঝ) মুহে খানু। (আমিই খেলাম)
ঞ) ব্যাদাম মাছ পাছেন বো। (অনেকগুলি মাছ পেয়েছেন তো)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) পোলাপানে দেহি গুত্তুর মুত্তুর করবার নাকসে । (ছেলেপেলে দেখছি গুন গুন করছে)
খ) আমি অহোন জামু । (আমি এখন যাবো)
গ) হে বাত্তে জাবে । (সে বাড়িতে যাবে)
ঘ) হপনগায় ফরীক্খায় ফাশ করসে । (স্বপন পরীক্ষায় পাশ করেছে)
ঙ) মেয়াডা দুই দিন ধইরা জরে মরবার নাকসে । (মেয়েটি দুদিন ধরে জ্বরে ভুগছে)
চ) আমরা ধান কাটপার নইসি । (আমরা ধান কাটছি)
ছ)আমাগো মাডে লাইনের মডর দিয়াই সবাই জল ন্যায়(আমাদের মাঠে লইনের মটরের জল সবাই নেয়)
জ) আমার বউ ব্যাবাক কাম হরে ।(আমার স্ত্রী সব কাজ করে)
ঝ) এইডা তুমি আনছা ? (এটি তুমি এনেছো ?)

৮.২. কর্মবাচ্য

এই অঞ্চলের স্থানীয় এবং অভিবাসিত উভয় কথ্যবাংলায় ব্যবহৃত কর্মবাচ্যে কর্ম পদ প্রথমে বসে । কর্ম পদে 'শূন্য ' , 'ক', 'রে', 'গে' ইত্যাদি বিভক্তি এবং 'টা ', 'টাক', পদাশ্রিত নির্দেশক ব্যবহৃত হয় ।

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) চ্যাড়াটা মার্ অ খালি । (ছেলেটি ভীষণ মার খেলো)
খ) আমগুবরি গাচটাক কুনা নাগাবা হোবি ? (পেয়ারা গাছটিকে কোথায় লাগাতে হবে ?)
গ) হালের মুঠি ধরে নককরে থাকলে হোবিনা । (হালের মুঠি ধরে চুপ করে থাকলে হবেনা)
ঘ) ভায়াটাক ধরো তো বো । (বাচ্চাটাকে একটু ধরো তো)
ঙ) চোরটা তালে ধরা পোইছে । (চোরটা তাহলে ধরা পরেছে)
চ) হামাক কাগজটা পড়ে দ্যান তো বো । (আমাকে কাগজটি পড়ে দাওতো)
ছ) ডাঢ়াটাক বন্দো কোরবা কহেচে । (ড্রেনটাকে বন্ধ করতে বলছে)
জ) গোরুলাক গোহালত ঢুকে দ্যাও । (গোরুগুলিকে গোয়ালে ভরে দাও)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) চোরডারে দরসে। (চোরটিকে ধরেছে)
খ) তোমারে না জাতি কোওয়া ওইসিলো। (তোমাকে না যেতে বলা হয়েছিলো)
গ আমার খাওয়া নাকবোনা না। (আমার খাওয়া লাগবেনা তাইনা)
ঘ) তোমাক আশা নাকবে কলাম। (তোমাকে আসতে হবে বললাম)
ঙ) পোলাডারে খালিখালি পিডাও ক্যান। (ছেলেটিকে শুধুশুধু মারছো কেনো)
চ) টাহা পাডাই দ্যাওয়া ওইসে। (টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে)
ছ) কতা কতি পারোনা জাও ক্যান। (কথঅ বলতে পারোনা যাও কেনো)
জ) তোমারে দিয়া কাম ওইবো না। (তোমাকে দিয়ে কাজ হবে না)

৮.৩. ভাববাচ্য

এই অঞ্চলের স্থানীয় এবং অভিবাসিত উভয় কথ্যবাংলায়- নির্দেশাত্মক, অনুজ্ঞা এবং প্রশ্নাত্মক বাক্যে ভাববাচ্যের প্রয়োগ দেখা যায়।

স্থানীয় কথ্যবাংলায়

ক) আর অ্যানা হলে পরে জাওয় জাত। (আর একটু হলে পরে যাওয়া যেত)
খ) আন্দিলে খাওয়া জাত। (রান্না করলে খাওয়া যেত)
গ) আশা হোলি তালে। (আসা হল তাহলে)
ঘ) অর নাখা তোখো হোবা হোত। (ওর মত তোমাকেও হতে হতো)
ঙ) আরও কত বেলে পাওয়া জাবি। (আরও কত যেন পাওয়া যাবে)
চ) হোবিনা মানে হোবায় হোবি। (হবেনা মানে হতেই হবে)
ছ) এটা হেলেই হামার হোয়ে জাবি। (এটা হলেই আমাদের হয়ে যাবে)

অভিবাসিত কথ্যবাংলায়

ক) খালি হাইডা গেলিই তো ওইতো। (শুধু হেটে গেলেই তো হতো)
খ) তোর হাতে থাকলে জাওয়া ওইবো না। (তোর সাথে থাকলে যাওয়া যাবেনা)
গ) খাওয়া নাওয়া করতে ওইবো। (খাওয়া দাওয়া করতে হবে)
ঘ) আওয়া দরসো আইয়া পড়ো। (আসতে লেগেছো যখন এসেই পড়ো)
ঙ) অরা তাইলে আইডা জাউক। (ওরা তাহরে চলে যাক)
চ) দ্যাহা অলি পর কওয়া যাইত। (দেখা হলে বলা যেত)
ছ) তাইলে অহন ওডাজাউক। (তাহলে এখন ওঠাযাক)